# الشرك وخطورته

# শিরক ও তার অপকারিতা


## আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

**উমার ফারুক আব্দুল্লাহ**

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

- معنى الشرك وأقسامه.
- خطورة الشرك وأضراره.
- أسباب الشرك والاجتناب منه.
- الرياء وعلاجه.

# সূচীপত্র

বিসমিল্লাাহির রহমাানির রহীম

# লেখকের আবেদন

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। দরুদ ও সালাম আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবাগণের প্রতি বর্ষিত হোক।

প্রতিটি নবী-রসূলগণের দা'ওয়াত ও তাবলীগের মূল বিষয়বস্তুর সর্বপ্রথমটি হলো: তাওহীদ কায়েম করা এবং শিরক উৎখাত করা। দ্বিতীয় অংশ শিরক হচ্ছে: মানুষের দুই জগতের অশান্তির চাবিকাঠি। বড় শিরক মানুষের সমস্ত নেক আমলকে ধ্বংস এবং জান্নাত হারাম ও জাহান্নাম ওয়াজিব করে দেয়।

বর্তমানে শিরকের ভয়ঙ্কর পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান না থাকায়, বহু মানুষ তার অজান্তে শিরকে পতিত হচ্ছে। আর নিজেদের দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনের সুখ-শান্তি ধ্বংস করছে।

তাই আমরা শিরক থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে "**শিরক ও তার অপকারিতা**" বিষয়ে এই ছোট্ট বইটি উপহার দিচ্ছি।

বইটির প্রথম প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি।

পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরা এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন, তাঁদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত করা যায় না। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ত্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথ বিবেচনা করা হবে।

আল্লাহ তা'য়ালা আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল।
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
১০/১০/১৪৩২হিঃ
০৮/০৯/২০১১ ইং

# শিরক হতে সাবধান!

- শিরক সবচেয়ে বড় পাপ।
- শিরক সবচেয়ে জঘন্য পাপ।
- শিরক সবচেয়ে ক্ষমাহীন মহাপাপ।
- শিরক সবচেয়ে বড় মুনকার-অসৎকাজ।
- শিরক সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ।
- শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম।
- শিরক সবচেয়ে বড় বাতিল।
- শিরক সবচেয়ে বড় ভ্রষ্টতা।
- শিরক সবচেয়ে কঠিন অপবিত্র জিনিস।
- শিরক সবচেয়ে পৃথিবীতে বড় বিপর্যয়।
- শিরক জাহান্নাম ওয়াজিবকারী পাপ।
- শিরক জান্নাত হারামকারী পাপ।
- শিরক আল্লাহর সাহায্য ও সহযোগিতা বন্ধের মহাপাপ।
- শিরক মানবতার অবমাননা।
- শিরক উম্মতের মাঝে অনৈক্যের মূল।

- T শিরক সমস্ত নেক আমল ধ্বংসের জন্য পারমাণবিক বোমা।
- T শিরক বালা-মুসিবত ও আল্লাহর আজাব নাজিলের মূল কারণ।
- T শিরক শত্রুদের বিজয় ও মুসলিম জাতির পরাজয়ের ভারি অস্ত্র।
- T শিরক আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি কুধারণা ও অজ্ঞতার বহি:প্রকাশ।
- T শিরক কুসংস্কার ও অমূলক বিশ্বাসের কারখানা।
- T শিরক ভয় ও অমূলক ধারণা এবং সংশয়ের উৎপত্তিস্থল।
- T শিরক আল্লাহ তা'য়ালার সাথে বিরুদ্ধাচরণ ও জঘন্য ধৃষ্টতা।
- T শিরক আত্মমর্যাদা হানিকর কাজ।
- T শিরক মনের অস্থিরতা ও অশান্তির মূল।

# শিরক ও তার প্রকার□

**¿ শিরকের অর্থঃ**

শিরকের আভিধানিক অর্থ: কোন কিছুকে শরিক স্থাপন করা।

**¿ শিরকের প্রকার**

শির্ক দু'প্রকার যথা:

(১) শিরকে আকবার (বড় শির্ক)।

(২) শিরকে আসগার (ছোট শির্ক)।

**¿ বড় শিরকের সংজ্ঞাঃ**

ইসলামী পরিভাষায় শিরক হলোঃ 'রবূবিয়াতে' (আল্লাহ তা'য়ালার কাজে), 'উলূহিয়াতে' (বান্দার এবাদতে) এবং 'আসমা ওয়াস্‌সিফাতে (আল্লাহ তা'য়ালার নাম, গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যে) কোন কিছুকে শরিক স্থাপন করা।

শরিক চাই কোন মূর্তী হোক বা পাথর কিংবা গাছ হোক, অথবা সূর্য-চন্দ্র হোক, কিংবা অলি-বুজুর্গ বা কবরবাসী হোক, অথবা কোন প্রেরিত নবী-রসূল বা সম্মানিত ফেরেশতা হোক। আর জীবিত হোক বা মৃত

হোক। আল্লাহ তা'য়ালার বরাবর মনে করা হোক বা তার চেয়ে ছোট মনে করা হোক।

### ¿ ছোট শিরকের সংজ্ঞাঃ

এমন প্রতিটি মাধ্যম ও উপায় যা বড় শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু এবাদত পর্যায়ে পৌঁছে না।
[ছোট শিরকের বিস্তারিত আলোচনা পরে আসবে।]

### ¿ শিরকের জন্ম কখন ও কিভাবে ?

আল্লাহ তা'য়ালা মানুষ ও জিন জাতিকে সম্পূর্ণ শির্কমুক্ত একমাত্র তাঁরই এবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'য়ালার নেতিবাচক হক্ব 'লাা ইলাাহা' তথা শির্ক উৎখাত এবং ইতিবাচক হক্ব 'ইল্লাল্লাাহ্' তথা তাওহীদ প্রতিষ্ঠা। তাওহীদ হলো সবচেয়ে বড় ইনসাফ এবং শির্ক সবচেয়ে বড় জুলুম।

আদম [عليه السلام] হতে নূহ্ [عليه السلام] পর্যন্ত এক হাজার বছর এ পৃথিবীতে সম্পূর্ণ শির্ক মুক্ত তাওহিদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল। সর্বপ্রথম নূহ্ [عليه السلام]-এর জাতিতে কিছু মৃত নেক ও সৎলোক যেমনঃ ওয়াদ, সুয়া, ইয়াগূছ ইয়াউক ও নাস্‌র এঁদের নামে তাঁদের মজলিসসমূহে

নামসহ শয়তানের পরামর্শে মূর্তি নির্মাণ করা হয়। কিন্তু পূজা করা হতো না। যখন ঐ সকল লোকেরা মারা গেল এবং পরবর্তীতে অহিরজ্ঞান বিস্মৃত হলো তখন মূর্তিসমূহের পূজা শুরু হয়ে গেল। এ সময় আল্লাহ তা'য়ালা নূহ্ [ﷺ]কে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক উৎখাত করার জন্য সর্বপ্রথম রসূল হিসাবে প্রেরণ করলেন। তিনি সাড়ে নয় শত বছর তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্কমুক্ত সমাজ গড়ার জন্য দিন-রাত, প্রকাশ্যে ও গোপনে দা'ওয়াত করেন। কিন্তু তাঁর জাতি বলল:

[ u v w x y z { | } ~ يَغُوثَ وَيَعُوقَ

وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾ Z نوح

"তারা বলল: তোমরা তোমাদের উপাস্যদেরকে ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে।" [সূরা নূহ: ২৩]

এভাবে নূহ্ [ﷺ] থেকে মুহাম্মদ [ﷺ] পর্যন্ত যখনই তাওহীদ বিলুপ্ত হয়েছে আর শির্কের প্লাবন বয়েছে ও ঝাণ্ডা উড়েছে, তখনই আল্লাহ তা'য়ালা যুগে

যুগে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শির্ক মুক্ত করার নিমিত্তে অগণিত নবী-রসূলগণকে এ ধরাধামে প্রেরণ করেছেন। [তাহজিরুস সাজিদ-আলবানী]

**¿ মিল্লাতে ইবরাহীমে শিরকের জন্মঃ**

নূহ [عليه السلام] ও ইবরাহীম [عليه السلام]-এর মাঝে এক হাজার বছর অতিবাহিত হয়। তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত শিরক উৎখাতের আপোষহীন সৈনিক ইবরাহীম [عليه السلام] নমরুদের মন্দিরের সমস্ত মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে শিরক উৎখাতের কাজ করেন। মক্কায় কা'বা ঘর পূন:নির্মাণ করে তাওহীদের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মক্কায় জাহেলিয়াতের যুগে একজন দ্বীনি মেজাজের লোক ছিল। যার নাম ছিল **আমর ইবনে লুহাই আল-খুজাঈ**। সে শামদেশে (সিরিয়া) ব্যবসার জন্য যেত। সেখানে আমালীক জাতি মূর্তি পূজা করত। এ দেখে আম্র ইবনে লুহাই সেখান থেকে একটি মূর্তি নিয়ে আসে এবং কা'বা ঘরের মধ্যে রেখে দেয়। অন্য দিকে ইসাফ একজন পূরুষ ও নায়েলা একজন নারী দু'জনে কা'বা ঘরের ভিতরে জেনা করার ফলে আল্লাহ তা'য়ালার আজাবে পাথর হয়ে যায়। আম্র সে পাথর

দু'টিকে সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে রেখে দেয়। একজন জিন আম্রের তাবেদার ছিল। সে এক রাত্রে এসে আম্রকে বলল, জেদ্দার পার্শ্বে লৌহিত সাগরের সৈকতে গিয়ে দেখুন সেখানে নূহ ও ইদ্রিস (আঃ)-এর যুগের আদ, সুয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসর-নামের মূতিগুলো আছে। সেগুলো নিয়ে এসে কা'বা ঘরের মাঝে বসিয়ে মানুষকে এবাদত করার জন্য অহ্বান করলে তারা সাড়া দিবে। সে তাই করল এবং সেগুলোর নামে উষ্ট্রী, গাভী, ষাড় ইত্যাদি পশু মানত মানতে মানুষকে আদেশ করলে জনগণ তাই আরম্ভ করে দিল।

এরপর কেউ কোন সুন্দর পাথর বা কিছু পেলে তা নিয়ে এসে তাদের প্রিয় কা'বা ঘরের মধ্যে রাখত। একে একে কা'বা ঘরের ভিতরে ৩৬০টি মূর্তি স্থান দখল করল। এই আমরই তিরের দ্বারা শুভ অশুভ নির্ণয়ের শিরকি প্রথা চালু করে। এভাবে তাওহীদের মূল কেন্দ্র ও মূল ভূমি মক্কা শিরকের মূল কেন্দ্ররূপে পরিণত হল। [ফাতহুলবারীঃ ১০/ ৩২৫ হাঃ নং ৩২৫৯

কিতাবুল মানাকিব ও সিলসিলা সহীহা-আলবানী: ৭/ হা: নং ৩২৮৯]

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:« رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِرِ بْنِ لُحَيٍّ الْخُزَاعِيَّ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ». متفق عليه.

আম্‌র ইবনে লুহাই সম্পর্কে নবী [ﷺ] বলেন:"আমি আম্‌র ইবনে আমের ইবনে লুহাই আল-খুজা'য়ীকে জাহান্নামে তার নাড়ীভূড়ী ধরে টানতেছে দেখেছি। সেই সর্বপ্রথম মূর্তির নামে উষ্ট্রী মুক্তকরণ চালু করে।" [বুখারী ও মুসলিম]

তিনি [ﷺ] আরো বলেছেন:"সেই সর্বপ্রথম ইসমাঈল [عليه السلام]-এর দ্বীন পরিবর্তন করে, মূর্তি নির্মাণ ও মূর্তির পূজা শুরু করে এবং মূর্তির নামে পশু মুক্তকরণ করে।"[সিলসিলা সহীহা–আলবানী: ৪/২৪২ হা: নং ১৬৭৭]

# বড় শিরকের পরিণাম

দুনিয়া ও আখেরাতে বড় শিরকের অনেক ক্ষতি ও অপকারিতা রয়েছে তন্মধ্যে:

**১. শিরক সবচেয়ে বড় জুলুম তথা অন্যায়:**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[ A B C D E Z لقمان

"নিশ্চয়ই শির্ক সবচেয়ে বড় জুলুম।"
[সূরা লোকমান: ১৩]

**২. শিরক সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহের একটি:**

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

**« أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ...»**

"সবচেয়ে বড় কবিরা গুনাহ হলো শির্ক ..." [বুখারী]

**৩. দ্বীন থেকে খারিজ এবং জানমাল হালাল হয়ে যায়:**

আল্লাহ তা'য়ালা এরশাদ করেন:

] | | { ~ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَٱحْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ
لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ¶ Z التوبة

"মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক।"
[সূরা তাওবা:৫]
নবী [ﷺ] বলেছেন:

« أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّه ». متفق عليه.

"লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাাহ না বলা পর্যন্ত মানুষকে হত্যা করার জন্য আমাকে নির্দেশ করা হয়েছে। সুতরাং যখন তারা তা বলে: আল্লাহ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নাই তখন আমার থেকে তাদের জানমাল নিরাপদ লাভ করে। কিন্তু তার কোন হকের ব্যাপার ভিন্ন এবং

তখন তাদের হিসাব আল্লাহ তা'য়ালার উপর বর্তাবে।" [বুখারী ও মুসলিম)

**৪. জীবনের সমস্ত সৎআমল পণ্ড হয়ে যায়ঃ**

**৫. ক্ষতিগ্রস্তের অন্তর্ভুক্ত হয়ঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

] وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ﴿٨٨﴾ Z الأنعام

"যদি তারা শিরক করতো তবে তারা যা কিছুই করেছে সবই পণ্ড হয়ে যেত।" [সূরা আন'আমঃ ৮৮]

আল্লাহ তা'য়ালা আরো বলেনঃ

] وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ © عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٦٥﴾ Z الزمر

"অপনার প্রতি ও আপনার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহি প্রেরণ করা হয়েছে যে, যদি আপনি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে শরিক স্থির করেন, তাহলে আপনার আমল পণ্ড হবে এবং আপনি হবেন ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত।" [সূরা জুমারঃ ৬৫]

**৬. তওবা ছাড়া মারা গেলে আল্লাহ মাফ করবেন না:**
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

Z ~ } | { z y x w v u t s r [
النساء

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শিরক করলে তাকে ক্ষমা করবেন না, তবে এরচেয়ে ছোট পাপ (অন্য গুনাহ) যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দিবেন।" [সূরা নিসা:৪৮, ১১৬]

**৭. জান্নাত চিরতরে হারাম হয়ে যাবে:**

**৮. জাহান্নাম চিরস্থায়ী ঠিকানা হবে:**

**৯. কোন প্রকার সাহায্যকারী থাকবে না:**
আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

V T S R Q P O N M L K J [
المائدة Z Z Y X W

"নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শরিক (অংশী স্থাপন) করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে

দেন এবং তার বাসস্থান জাহান্নাম, আর (এরূপ) জালেমদের জন্যে কোন সাহায্যকারী নেই।"
[সূরা মায়েদা:৭২]
রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

« مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ». رواه البخاري.

"যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'য়ালার সাথে কোন কিছুকে শিরক করা অবস্থায় মারা যাবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [বুখারী]
নবী [ﷺ] আরো বলেছেন:

« مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنَ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّـــارَ». رواه البخاري.

"যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাইকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [বুখারী]

# কিছু বড় শিরক

## 2 আকিদা-বিশ্বাসে শিরক:

১. “ফানা ফিল্লাাহ” অর্থাৎ মহব্বতের চূড়ান্ত পর্যায় পৌঁছলে আল্লাহ ও বান্দা একাকার হয়ে যায় এমন আকীদা পোষণ করা।

২. “ওয়াহদাতুল ওয়াজূদ ও ইত্তেহাদ” অর্থাৎ–সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্টি দুই বলে কোন জিনিস নেই বরং একই মনে করা।

৩. “হুলূলিয়্যাহ” অর্থাৎ–আল্লাহ তা‘য়ালাকে সর্বত্র, সবকিছুতে ও সর্বস্থানে বিরাজমান মনে করা।

৪. পীরের মুরাকাবা তথা তার ধিয়ান করলে আল্লাহকে পাওয়া যাবে মনে করা।

৫. রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে “হাযির” (যে কোন স্থানে উপস্থিত হতে পারেন) ও “নাযির” (যে কোন জিনিস দেখতে পান) মনে করা।

৬. নবী [ﷺ] আল্লাহ তা‘য়ালার জাতী বা সিফাতী নূরের দ্বারা সৃষ্টি আকীদা রাখা।

৭. রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে সৃষ্টি না করা হলে কিছুই সৃষ্টি হত না আকীদা রাখা।
৮. পীরে কামেল মুরীদের অবস্থা ও মনের কথা জানতে পারেন মনে করা।
৯. পীর সাহেবকে "কামেল ও মুকাম্মেল" অর্থাৎ নিজে পরিপূর্ণ ও অপরকে পরিপূর্ণ করার অধিকারী মনে করা।
১০. পীর সাহেবকে "সহেবে কুন ফাইয়াকুন" অর্থাৎ– তিনি হও বললে হয়ে যায় উপাধিতে ভূষিত করা।
১১. নবী-রসূল ও অলিরা অমর (হায়াতুন্নবী, হায়াতুল অলি) ধারণা করা।
১২. নবী-রসূলগণ ও অলিরা গায়েব তথা অদৃশ্যের খবরা-খবর রাখেন বা জানেন মনে করা।
১৩. দূর হতে পীর সাহেবকে ডাকলে তিনি তার মুরিদের গায়েবী মদদ করতে পারেন বিশ্বাস করা।
১৪. মাজারের কুমির ও কচ্চপ আল্লাহ তা'য়ালার অলি ছিল পরে পরিবর্তন হয়ে গেছে এবং তারা ভাল-মন্দ করতে পারে ধারণা করা।

১৫. অমুক পাথর বা গাছ ভাল-মন্দ করতে পারে মনে করা।

১৬. শরিয়তে প্রমাণিত না এমন কোন দিন, বা তারিখ কিংবা স্থান বা বস্তুকে বরকতপূর্ণ ধারণা করা।

১৭. মুরিদের বিপদের সময় পীর হাজির হয়ে সাহায্য করতে পারেন বিশ্বাস রাখা।

১৮. সুফীদের অলিরা বা পীররা কিংবা শিয়াদের ইমামরা দুনিয়া পরিচালোনার ব্যাপারে আল্লাহকে সাহায্য করেন মনে করা।

১৯. আব্দুল কাদের জীলানী মৃতকে জীবিত করতে পারতেন আকীদা রাখা।

২০. একজন অলি বা ইমামের হালাল ও হারাম করার অধিকার রয়েছে মনে করা।

২১. অলিরা রোগ-শোক দূর করতে পারেন ও বাচ্চা দিতে পারেন ঈমান রাখা।

২২. অলির স্থানে কোন প্রকার মহামারী নাজিল হয় না আকীদা রাখা।

২৩. অমুক অলির উরসের দিন বৃষ্টি হবেই বিশ্বাস করা।
২৪. লক্ষ্মী পূজার দিন বৃষ্টি হবেই ধারণা করা।
২৫. বিবাহের এ্যঙ্গেজম্যান্টের বিশেষ আংটি স্বামী-স্ত্রীর মহব্বত বাড়াই ধারণা করা।
২৬. বিবাহের সময় স্ত্রীর নাকে পরানো নাক ফুল খুললে স্বামী মারা যাবেন মনে করা বা বলা।
২৭. সন্ধার পরে কাউকে কিছু দিলে বা ঝাড়ু দিয়ে ময়লা বাইরে ফেললে লক্ষ্মী চলে যাবে বলা।
২৮. অমাবস্যার রাত্রের মিলনে বাচ্চা হলে কানা-ঘোড়া প্রতিবন্ধি হবে মনে করা বা বলা।
২৯. বিভিন্ন জিনিসে কুলক্ষণ ও শুভলক্ষণ আছে মনে করা।
৩০. মাজারের নিকট কার-বাস না ধামালে করালে বা চাঁদা না দিলে দুর্ঘটনা ঘটবে বিশ্বাস করা।

## 2 কথায় শিরকঃ

১. আল্লাহ ও তোমার ইচ্ছায় হয়েছে বলা।
২. যদি আল্লাহ ও অমুক ব্যক্তি না হত তাহলে গেছিলাম বলা।
৩. আল্লাহ ও তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই বলা।
৪. ইহা আল্লাহ ও তোমার বরকত বা অমুক পীরের বরকতে হয়েছে বলা।
৫. আসমান থেকে বৃষ্টি ও জমিন থেকে উদ্ভিদ অমুক অলির জন্য হয় বলা।
৬. হে অমুক অলি আমাকে রোগ মুক্তি দিন, আমাকে দয়া করুন বা ক্ষমা করুন বলে ডাকা।
৭. অমুক অলি বা পীরই আমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন বলা।
৮. এ মর্যাদা লাভ অমুক পীরের দ্বারাই হয়েছে বলা।
৯. কাউকে কোন খবর দিলে বলাঃ আমি আগে থেকেই জানতাম এমনটা হবে। কিংবা বলাঃ আমি বলেছিলাম না যে তার ছেলে বাচ্চা হবে ইত্যাদি।
১০. নবী-রসূলগণ ও অলিরা অমর বলা।

১১. ইয়া আল্লাহ ইয়া রাসূল, বা ইয়া আল্লাহ ইয়া মুহাম্মাদ বলা।
১২. ইয়া আলী, ইয়া গাইছুল আযম, ইয়া জীলানী ইত্যাদি বলে ডাকা।
১৩. খাজারে তোর দরবারে কেউ ফিরে না খালি হাতে বলা।
১৪. আব্দুল কাদের জীলানী মাদাদ বা আগিছনী বলা।
১৫. গরিব নেওয়াজ, মুশকিল কূশা, গঞ্জে বখশ বলা।
১৬. উপরে আল্লাহ এবং নিচে তুমি বলা।
১৭. কাউকে তোমার প্রতি ভরসা করে কাজে নামলাম বলা।
১৮. আনাল হক অর্থাৎ আমিই আল্লাহ কিংবা জানি না কে বান্দা আর কে আল্লাহ বলা।
১৯. বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উরসে কিংবা জুমার দিন মসজিদে হালুয়া-মিষ্টি অথবা বিস্কুট বা খানাপিনা ইত্যাদিকে "তাবাারক" বলা বা বরকতপূর্ণ মনে করা। অনুরূপ কোন পীর বা বুজুর্গের পান করা অবশিষ্ট পানি, দুধ বা খাদ্যকে বরকতপূর্ণ বলা।

## 2 এবাদতে শিরক:

১. গাইরুল্লাহ তথা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাই করা।
২. গাইরুল্লাহর নামে নজর-নিয়াজ ও মানত মানা।
৩. গাইরুল্লাহর নামে কুরবানি করা।
৪. গাইরুল্লাহর নিকট সাহায্য-সহযোগিতা চাওয়া।
৫. গাইরুল্লাহর নিকট অন্যের অনিষ্ট থেকে পানাহ-আশ্রয় প্রার্থনা করা।
৬. গাইরুল্লাহর নিকট মঙ্গল কামনা করা।
৭. গাইরুল্লাহর নিকট বাচ্চা, চাকুরি, সম্পদ ইত্যাদি চাওয়া।
৮. গাইরুল্লাহকে বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করা।
৯. গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সুপারিশ করার জন্য ডাকা।
১০. গাইরুল্লাহকে আল্লাহ তা'য়ালার সান্নিধ্য ও নৈকট্য লাভের আশায় আহ্বান করা।

## [2] কেচ্ছা-কাহিনীতে শিরক:

১. হাজিদের পানি জাহাজ ডুবে যাচ্ছিল। মুরিদ পীরকে ডাকলে তিনি ইন্ডিয়া থেকে এসে পিঠ দ্বারা ঠেলতে ঠেলতে পাড়ে লাগিয়ে সবাইকে বাঁচালেন।
২. শামের ডাকাত সরদার সদলবলে তওবা করলে রসূল [ﷺ] স্বপ্নে জনৈক ব্যক্তিকে তাদের উমরার কাপড়ের ব্যবস্থা করতে বলেন।
৩. মা পেট ফুলে অসুস্থ হলে রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে ডাকল। তিনি [ﷺ] উপর হতে এসে তার মার পেটের উপর হাত বুলালে ভাল হয়ে গেল।
৪. মসজিদে নববীর খাদেম আবু আহমাদের স্বপ্ন। আল্লাহ তা'য়ালার রসূল [ﷺ] কত লোক কিভাবে মারা গেল সবই জানেন। এ লীফলেট বিলি করে অমুকে ৮০ হাজার রিয়াল লাভ করেছে। যে বিলি করবে না তার ক্ষতি হবে ইত্যাদি মনে করা। [বিভিন্ন সময় বিতরণকৃত লীফলেট]
৫. আব্দুল কাদের জীলানী আল্লাহ তা'য়ালার আরশের নিচে সেজদায় পড়ে আছেন। সেখান থেকেই

তিনি কোথায় কি হচ্ছে এবং কে কি চাচ্ছে সবই জানেন ও সবার চাহিদা পূরণ করেন।

৬. ফানা ফিশশাইখ-এর হকিকতের গল্প। এক মুরীদ পীরের নিকট ফানা ফিশশাইখের হকিকত জানার জন্যে পিড়াপিড়ি করে। ফলে পীর সাহেব মুরীদের হাতে এক হাজার দিনার দিয়ে বলেন: যাও অমুক বেশ্যালয়ে গিয়ে অমুক নামের অপূর্ব সুন্দরীর সঙ্গে জেনা করে আস। মুরীদ সেখানে গিয়ে জানতে পারল সে সুন্দরী তারই স্ত্রী। তার বাবা-মা ও স্বামীর কুলের সকলে একই সঙ্গে মারা গেলে লম্পটরা তাকে ধরে এনে এক হাজার দিনার দিয়ে বেশ্যালয়ে বিক্রি করে দেয়। কথা হলো পীর কি করে জানতে পারল মুরীদের স্ত্রী ঐখানে রয়েছে? নিশ্চয় ইহা গায়েবের ইলম দাবী যা বড় শিরক।

৭. এক মুসলিম ও খ্রীষ্টান ঝগড়া লাগে। মুসলিম বলে: আমাদের নবী মুহাম্মদ [ﷺ] বেশি বড় ছিলেন। আর খ্রীষ্টান বলে: আমাদের নবী ঈসা [عليه السلام] বেশি বড় ছিলেন। কারণ তিনি মৃতকে "কুম বিইযনিল্লাহ" বলে জীবিত করতেন। এমন

সময় ঐ স্থানে আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) হাজির হয়ে ঝগড়ার কারণ জানতে পেরে বললেন: ওহে খ্রীষ্টান! তোমাদের নবী তো কুম বিইযনিল্লাহ (আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশে জীবিত হও) বলে মৃতকে জীবিত করতেন। আর আমি মুহাম্মদের একজন খাদেম হয়ে "কুম বিইযনী" (আমার নির্দেশে জীবিত হও) বলে মৃতকে জীবিত করি। এরপর একটি কবরস্থানে গিয়ে সবচেয়ে পুরাতন কবরের দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বললেন: কুম বিইযনী। বলার সাথে সাথে দেরী না করে কবরবাসী জীবিত হয়ে গান করতে লাগল। জীলানী সাহেব বললেন: লোকটি গায়ক ছিল।

## 2 শিরকের কিছু মাধ্যম ও দৃশ্য:

১. জাদু, জ্যোতিষী ও গণকবৃত্তি।
২. রাশিফল দ্বারা ভাল-মন্দ নির্বাচন করা।
৩. কুরআন ও হাদীসের দোয়া ছাড়া তাবিজ-কবজ বাঁধা।
৪. টিয়া পাখী দ্বারা ভাগ্য পরীক্ষা করা।
৫. আল্লাহ তা'য়ালার ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা।

৬. ইলমে গায়েবের দাবী করা বা কারো ব্যাপারে আকীদা রাখা।
৭. মৃত অলিদের অসিলা করা ও তাদের ডাকা।
৮. কবর ও মাজারের কা'বা ঘরের মত তওয়াফ করা।
৯. কবরবাসীর উদ্দেশ্যে কবরের পার্শ্বে সেজদা, দোয়া ও বিভিন্ন পশু জবাই করা।
১০. বিভিন্ন মাজারের নামে হাঁস-মুরগী, গরু-খাসি, মোমবাতি-আগরবাতি ইত্যাদি নজর-মানত মানা।
১১. কবরের উপর চাদর বা গালিচা ইত্যাদি চড়ানো।
১২. ষাঁড় বা উট ইত্যাদি নির্দিষ্ট মাজারের নামে ছেড়ে রাখা।
১৩. বিভিন্ন অলি বা পীরের ওরসের দিন বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে জমায়েত হওয়া।
১৪. মাজারের বিতরণকৃত সিন্নী বা খাদ্যকে বরকতপূর্ণ মনে করা।
১৫. বিশেষ ধরণের টুপি বা পাগড়িকে বরকতের মনে করা।

# কিছু শিরকের বিস্তারিত আলোচনা

## তাওহীদে উলুহিয়াতে শিরক

কোন এবাদত আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের জন্য করা এবাদতে শিরক যেমন:

**১. দোয়াতে শিরক:**

দোয়া দুই প্রকার:

**(ক) দোয়াউল মাসআলা তথা আহ্বানে শিরক যেমন:**

রুজি অনুসন্ধানে বা রোগ নিরাময় কিংবা বিপদ মুক্তি ও কারো অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা প্রভৃতির উদ্দেশ্যে নবী-রসূল, অলি ইত্যাদিকে ডাকা।

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবীকে বলেন:

**﴿وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ﴾** يونس

"আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডেকো না যারা আপনার না কোন লাভ করতে পারে, না কোন ক্ষতি

করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে যদি এমনটি করেন, তাহলে তখন আপনি জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবেন।" [সূরা ইউনুস: **১০৬**]

নবী [ﷺ] বলেন:

«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنَ اللهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ».

"যে আল্লাহকে ছাড়া অন্য কাউকে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" [বুখারী]

**(খ) দোয়াউল ইবাদাহ্ তথা এবাদতে শিরক যেমন:**

আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে মানত মানা, জবাই ও কুরবানি করা, ইস্তেগাছা [বিপদ মুক্তির জন্য ডাকা] ইস্তে'আযা [কারো অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা] ইস্তি'আানা [কারো সাহায্য চাওয়া] ও ইস্তিল্জা' [কারো সাহায্যের জন্য আশ্রয় নেওয়া। এসব এবাদতে শিরক।

**২. ইচ্ছা ও সংকল্পে শিরক:**

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Q P O N M L K J I H G [

' ] \ [ Z Y X W V U T S R

هود: Z g f e d c b a ` _

١٦ - ١٥

“যে ব্যক্তি পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্যই কামনা করে, আমি তাদের দুনিয়াতেই তাদের আমলের প্রতিফল ভোগ করিয়ে দেব এবং তাতে তাদের প্রতি কিছুমাত্র কমতি করা হয় না। এরাই হল সেসব লোক আখেরাতে যাদের জন্যে আগুন ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা এখানে যা কিছু করেছিল সবই বরবাদ হয়েছে, আর যা কিছু উপার্জন করেছিল সবই বিনষ্ট হল।” [সূরা হূদ:১৫-১৬]

**৩. মহব্বত ও ভালবাসায় শিরক:**

যে কোন এবাদত ভালবাসা, ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা নিয়ে করতে হবে।

**আল্লাহকে ভালবাসা চার প্রকারঃ**

**(ক)** সবচেয়ে আল্লাহকে বেশি ভালবাসা এবং এ ভালবাসাতে কাউকে শরিক না করা, ইহা তাওহীদ। আর আল্লাহ তা'য়ালার ওয়াস্তে কাউকে ভালবাসা যেমন নবী-রসূলগণকে বা আল্লাহ তা'য়ালার অলি কিংবা মুমিনদেরকে ইহা ঈমানের দাবি ও সৎআমল।

**(খ)** আল্লাহ তা'য়ালার অনুরূপ অন্য কাউকে ভালবাসা ও ভক্তি করা, ইহা শিরক।

এ দু'প্রকার সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ﴾ البقرة

"এবং মানুষের মধ্যে এরূপ আছে– যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে সমকক্ষ স্থির করে, আল্লাহকে ভালবাসার ন্যায় তারা তাদেরকে ভালবেসে থাকে।" [সূরা বাকারা: ১৬৫]

**(গ)** আল্লাহ তা'য়ালার চেয়ে অন্য কাউকে অধিক ভালবাসা। ইহা শিরক এবং পূর্বের প্রকারের চেয়ে বেশি মারাত্মক।

**(ঘ)** আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ভালবাসা এবং অন্তরে আল্লাহ তা'য়ালার ভালবাসা না থাকা। ইহাও শিরক এবং আগের দুই প্রকারের চেয়েও অধিক মারাত্মক।

**৪. আনুগত্যে শিরক:**

শরিয়তের নাফরমানি ও অবাধ্যতার কাজে উলামা-মাশায়েখ, ইমাম ও পীর-বুজুর্গদের আনুগত্য করা, যদিও তাদের এবাদতের উদ্দেশ্যে ডাকা না হয়।
এর প্রমাণ আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

﴿**اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللّهِ**﴾ التوبة

"তারা (ইহুদি-খ্রীষ্টানরা) আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম–যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল।" [সূরা তাওবা: ৩১]
আদী ইবনে হাতিম কর্তৃক এই আয়াতের ব্যাখ্যায় রসূলুল্লাহ [ﷺ] জিজ্ঞাসিত হলে বলেন:

**« أَمَا إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوْا يَعْبُدُوْنَهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا أَحَلُّوْا لَهُمْ شَيْئًا اسْتَحَلُّوْهُ وَإِذَا حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوْهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ ».**

"জেনে রেখ! তারা (জন-সাধারণরা) তো তাদের (উলামাদের) পূজা করত না, তবে তারা (উলামারা) যদি কোন জিনিস (নিজেদের পক্ষ থেকে) তাদের জন্য হালাল করে দিত তখন তারাও তা হালাল জানত। আর যখন তারা কোন জিনিস হারাম ক'রে দিত তখন তারাও তা হারাম জানত। আর ইহাই হলো তাদের এবাদত করা।" অর্থাৎ তাদের এবাদত হচ্ছে অবাধ্যতার কাজে তাদের আনুগত্য করা। [সিলসিলা সহীহা, হাঃ ৩২৯৩]

নবী [ﷺ] আরো বলেন:

« لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ».

"স্রষ্টার অবাধ্যচারণ ক'রে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" [সহীহুল জামে' হাঃ ৭৫২০]

**৫. ভয়-ভীতিতে শিরক:**

কিছু মৃত বা অনুপস্থিত অলিরা কিংবা জিনের প্রভাব ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে বলে বিশ্বাস করা।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

e | \ [ Z Y W V U T [

Z الزمر: ٣٦

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্যে যথেষ্ট নন? অথচ তারা আপনাকে আল্লাহ ছাড়া অপরের ভয় দেখায়।"
[সূরা জুমার :৩৬]

**নোট:** তবে কোন হিংস্র জীবজন্তু বা জালেম ব্যক্তিকে স্বভাবগতভাবে ভয় শির্কের অন্তর্ভুক্ত নয়।

**৬. ভরসায় শিরক:**

ভরসা করা একটি এবাদত যা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার উপর করতে হবে। আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া কোন নবী কিংবা অলি বা পীর ইত্যাদির উপর ভরসা করা বড় শিরক। আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী [ﷺ]কে উদ্দেশ্য করে বলেন:

النساء Z J I H G E D C [

"এবং আল্লাহর উপরই ভরসা করুন। আর আল্লাহই কার্য সম্পাদনে যথেষ্ট।" [ সূরা নিসা: ৮১]

[ \ ] ^ _ ` Z آل عمران

“আর আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।” [সূরা আল ইমরান:১৬০]

**৭. নফ্সের গোলামীতে শিরক:**

[ ! " # $ % & ' ( ) * + , -

. / 0 1 2 3 4 5 6 8 9 : Z

الجاثية: ٢٣

(১) “আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করছেন, যে তার প্রবৃত্তির খেয়াল-খুশীকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছে এবং তার চোখের উপরে রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে পথপ্রদর্শন করবে? তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা কর না?” [সূরা জাসিয়াহ:২৩]

] فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَٱعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿٥٠﴾ Z القصص: ٥٠

(২) “অত:পর যদি তারা আপনার কথায় সাড়া না দেয়, তবে জানবেন, তারা শুধু নফ্সের (প্রবৃত্তির) অনুসরণ করে, তার চাইতে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয় আল্লাহ জালেম সম্প্রদায়কে পথ দেখান না।” [সূরা কাসাস:৫০]

# তাওহীদে রবুবিয়াতে শিরক

**১. শিরকুত তা'তীল তথা আল্লাহর রবুবিয়াতকে অস্বীকার করাঃ**

আল্লাহই একমাত্র বিশ্ব জাহানের পরিচালক, সৃষ্টিকর্তা, রিজিক দাতা ও মালিক। তাই যে এসবকে অস্বীকার করল সে শিরক করল। আর ইহা সবচেয়ে জঘন্য শিরক। এ শিরক করেছিল ফেরাউন।

[ = > ? @ A B Z الشعراء

(১) "ফেরউন বলে ছিল, বিশ্ব জগতের প্রতিপালক আবার কে?" [সূরা শু'আরা:২৩]

[ H I J K L Z النازعات

(২) "আর সে (ফেরাউন) বলল: আমিই তোমাদের সেরা পালনকর্তা।" [সূরা নাজি'আত]

এটা বাহ্যিকভাবে হলেও ফেরাউন ভিতরে বিশ্বাস করত যে, মূসা [عليه السلام] যে আল্লাহ তা'য়ালার রবূবিয়াতের কথা বলেন তার চেয়ে বেশি সত্য।

আল্লাহ তা'য়লা ফেরাউন ও তার জাতি সম্পর্কে বলেন:

[ ! " # $ % & ' - Z النمل:

(৩) "তারা অন্যায় ও অহংকার করে নির্দেশনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করল।" [সূরা নামাল:১৪]

**২. একাধিক সৃষ্টিকর্তা মানা:**

ইহা অগ্নিপূজক ও খ্রীষ্টান এবং হিন্দুদের শিরক।

**৩. নিয়ন্ত্রনে শিরক:**

এ ধারণা করা যে, কিছু অলি-কুতুব বা ইমাম আছেন যারা বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণে আল্লাহ্‌কে সাহায্য-সহযোগিতা করেন। যেমন: বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানী (রহ:) প্রভৃতি সম্পর্কে এ ধরনের বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

[ [ \ ] ^ _ ` l Z السجدة: ٥

"তিনি (আল্লাহ) আকাশ হতে পৃথিবী পর্যন্ত সমুদয় বিষয় পরিচালনা করেন।" [সূরা সাজ্‌দাহ: ৫]

**৪. বিধান রচনায় শিরকঃ**

দ্বীন পরিপন্থী বিধান প্রণয়ন ও প্রচলন এবং তা বিশ্বাস এবং সন্তুষ্টচিত্তে বৈধ মনে করা বা ইসলামী সংবিধানকে অচল ভাবা। আল্লাহ তা'য়ালা বলেনঃ

Z } | { z y x w v u t [

المائدة: ٤٤

"আর যারা আল্লাহ তা'য়ালার নাজিলকৃত অহি (বিধান) অনুযায়ী ফয়সালা করে না, তারা কাফের।" [সূরা মায়েদাঃ ৪৪]

**৫. সুখ–দু:খ, অসুখ, ভালমন্দ ও ধনী–গরিব বাচ্চা** দেওয়া না দেওয়া, দাতা, গাওছুল আজম (বিপদ মুক্তকারী), গরিব নেওয়াজ (গরিবকে দানকারী), মুশকিল কুশা (সমস্যা দূরকারী) , গাঞ্জ বাখশ (সম্পদ দানকারী), দাস্তেগীর (হাত ধারণকারী) ইত্যাদি এ সবই আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যকে মনে করা।

**৬. ইলমে গায়েবে শিরকঃ**

নবী-রসূলগণ ও অলিগণকে গায়েব-অদৃশ্য জানেন বলে বিশ্বাস করা। গায়েবের জ্ঞান রাখার অর্থ কোন

প্রকার মাধ্যম ছাড়া অতীত অথবা ভবিষ্যতের কোন খবর বলা বা জানা। ইহা একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার গুণ অন্য কেউ গায়েব জানতে পারে বা জানে আকীদা রাখা শিরক ও কুফরি। এর দলিল আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

] وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩ Z الأنعام

১. "তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোন পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোন শস্যকণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে।" [সূরা আন'আম:৫৯]

] ©كَانَ ٱللَّهُ لِيُطۡلِعَكُمۡ عَلَى ٱلۡغَيۡبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجۡتَبِي مِن ´ µ ¶

﴿١٧٩﴾ Z آل عمران

২. "আর আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদিগকে গায়েবের সংবাদ দেবেন। কিন্তু আল্লাহ স্বীয় রসূলগণের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বাছাই করে নিয়েছেন।" [সূরা আল-ইমরান:১৭৯]

z y x w v u t s r q p o n [

{ | ~ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّۚ ﴿٥٠﴾ Z الأنعام

৩. "আপনি বলুন: আমি তোমাদিগকে বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমনও বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ অহির অনুসরণ করি, যা আমার নিকট আসে।" [সূরা আন'আম:৫০]

D C B @ ? > = < ; : 9 8 7 [

E F Z النمل

৪. “বলুন, আসমান ও জমিনে কেউ গায়েবের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।” [সূরা নামাল:৬৫]

] فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِۦٓ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ ۖ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ à مَا â فِى ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ﴿١٤﴾ Z سبأ

৫. “যখন আমি তার (সোলায়মানের) মৃত্যু ঘটালাম, তখন উঁই পোকাই জিনদেরকে তার মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করাল। পোকা সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না।” [সূরা সাবা:১৪]

] عَـٰلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِۦٓ أَحَدًا ﴿٢٦﴾ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُۥ يَسْلُكُ مِنۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِۦ رَصَدًا ﴿٢٧﴾ Z الجن

৬. "তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না। কিন্তু তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। তখন তার অগ্রে ও পশ্চাতে প্রহরী নিযুক্ত করেন।" [সূরা জিন:২৬-২৭]

/ . - , + * ) ( ' & % $ # " ! [

; : 9 8 6 5 4 3 2 1 0

الأعراف Z ? > = <

৭. "আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ চান। আর আমি যদি গায়েবের কথা জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম। ফলে আমাকে কোন অমঙ্গল স্পর্শ করতে পারতো না। আমি তো শুধুমাত্র ঈমানদারদের জন্য একজন ভয়প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা।"
[সূরা আ'রাফ:১৮৮]

৮. নবী [ﷺ]-এর সামনে ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা আবৃতি করতে করতে এক পর্যায় যখন বলল:

« وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَالَ أَمَّا هَذَا فَلَا تَقُولُوهُ مَا يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ إِلَّا اللَّهُ ». رواه ابن ماجه.

আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন যিনি আগামি কালের খবর রাখেন। তখন নবী [ﷺ] বললেন:"এমন ধরনের কথা বল না। আগামি কালের খবর আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানে না।" [হাদীসটি সহীহ, সহীহ ইবনে মাজাহ হা: নং ১৮৯৭]

**৭. বরকত হাসিলে শিরক:**

তাবাারক তথা মহা বরকতপূর্ণ ও মহা মহিমান্বিত একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালা। তিনিই একমাত্র চাইলে কোন জিনিসে বা স্থান বা সময়ে বা শুধুমাত্র নবী-রসূলগণের মাঝে বরকত দান করতে পারেন। এ ছাড়া আর অন্য কেউ বরকত দিতে পারে বা কারো মাধ্যমে বরকত হাসিল করা যায় মনে করা বড় শিরক। অনুরূপ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্য কিছুকে "তাবাারক" নামে ডাকা বা বলাও বড় শিরক; কারণ এ নাম একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনুল কারীমের ৬টি আয়াতে এ গুণ বিশিষ্ট নাম একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করেছেন। যেমন: [সূরা আ'রাফ: ৫৪, সূরা ফুরকান:১, ১০,৬১ সূরা রাহমান:৭৮ ও সূরা মুলক:১] তার মধ্য হতে আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

[ ! " # $ % & ' ( ) * Z الملك: ١

"মহা মহিমান্বিত তিনি, যাঁর হাতে রাজত্ব। আর তিনি প্রতি জিনিসের উপর ক্ষমতাবান" [সূরা মুলক: ১]

# তাওহীদে আসমা ওয়াস্‌সিফাতে শিরক

**¿ শিরকুত তামছীল তথা সদৃশ্যে শিরকঃ**

আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর আসমা তথা নামসমূহে ও সিফাত তথা গুণাবলী ও বৈশিষ্টে একক, তাঁর কোন শরিক নেই। তাই আল্লাহকে তাঁর মখলুকের সঙ্গে সদৃশ করাই হলো শিরকুত তামছীল। ইহা ইহুদি, খ্রীষ্টান ও শিয়া-রাফেযীদের শিরক। যারা আল্লাহ তা'য়ালাকে পানাহার, ঘুম ও ক্লান্ত ও বিশ্রাম ইত্যাদি গুণে ভূষিত করে থাকে। (ওয়াল ইয়াযু বিল্লআহ)। আল্লাহ তা'য়ালা এসব থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র।

**¿ শিরকুত তা'তীল তথা অস্বীকার করে শিরকঃ**

ইবনে তাইমিয়্যা (রহঃ) রিসালাহ তাদমুরিয়াতে [১/৫] এ শিরককে ৪ প্রকার উল্লেখ করেছেনঃ

১. দুই বিপরীত জিনিসকে অস্বীকারকরণ। যেমনঃ তাদের কথা আল্লাহ মওজূদ [বিদ্যমান] না এবং মা'দূম [অবিদ্যমান]ও না। তিনি জীবিত না ও মৃতও না এবং জ্ঞানী না ও মূর্খও না। ইহা বাতেনিয়া, জাহমিয়্যা ও কারামেতা দলসমূহের বাতিল আকিদা।

২. আল্লাহকে নেতিবাচক ও সম্বন্ধযুক্ত গুণে মানে কিন্তু ইতিবাচক গুণসমূহে মানে না। আল্লাহ তা'য়ালার সাধারণ অস্তিত্বকে মানে। ইহা (philosophers) দার্শনিকদের বাতিল আকিদা।
৩. আল্লাহ তা'য়ালার নামসমূহ মানে কিন্তু গুণাবলী ও বৈশিষ্টকে মানে না। যেমনঃ তাদের কথা আল্লাহ 'আলীম (জ্ঞানী) ইলম (জ্ঞান) ছাড়াই। অথবা সিফাত তথা বৈশিষ্টকে সুস্পষ্ট অর্থ ছেড়ে ব্যাখ্যা করে অন্য অর্থ নেয়। যেমনঃ "ইয়াদ" মানে হাত এর অর্থ শক্তি ও "ওয়াজহ্ " মানে চেহারা এর অর্থ সত্ত্বা এবং "ইস্তাওয়া" (ঊর্ধ্বে উঠা)-এর অর্থ ইসতী'লা তথা কর্তৃত্ব লাভ ও প্রভাব বিস্তার করা অর্থে নেয়। ইহা মু'তাজিলাদের বাতিল আকিদা।
৪. আল্লাহর কিছু গুণাবলী মানে আর কিছু মানে না। যেমনঃ আশ'আরিয়াদের বাতিল আকিদা। এরা মাত্র আল্লাহ তা'য়ালার ৭টি গুণ মানে আর বাকিগুলো মানে না।

**৫. সবর্ত্র বিরাজমানের বিশ্বাসে শিরকঃ**

এ বিশ্বাস করা যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা তাঁর সৃষ্টিতে আবির্ভূত। সর্বত্র ও সবকিছুতে রিরাজমান। যেমনঃ সুফী সম্রাট ইবনে আরাবীর আকীদা। সে বলতঃ প্রভু হলো দাস, আর দাস হলো প্রভু, হায় যদি জানতাম মুকাল্লাফ (শরীয়াতের আজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ) কে?

আল্লাহ তা'য়ালাকে সপ্ত আকাশের আরশে আযীমের উপরে আছেন আকীদা রাখা ফরজ। কেউ যদি সবর্ত্র বিরজমান মনে করে বা কোথায় আছেন জানি না বলে তাহলে শিরক হবে। আল্লাহ তা'য়ালা আরশে আযীমে সমাসীন এ ব্যাপারে কুরআনে সাতটি আয়াতে উল্লেখ হয়েছে।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

طه Z ] \ [ Z Y [

"দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন।" [সূরা ত্বহাঃ৫]

এ ছাড়া আরো ৬টি সূরাতে অনুরূপ আয়াত উল্লেখ হয়েছে। যেমনঃ [সূরা আ'রাফ আয়াতঃ ৪৫,

সূরা ইউনুস আয়াত: ৩, সূরা রা'দ আয়াত: ২, সূরা ফুরকান আয়াত: ৫৯, সূরা সাজদাহ আয়াত: ৪ ও সূরা হাদীদ আয়াত:৪]

মহামতি ইমাম আবু হানীফা (রহ:)কে মতী' আল-বালখী ঐ ব্যক্তি সর্ম্পকে জিজ্ঞাসা করেন যে বলে: অমি জানি না আল্লাহ তা'য়ালা আসমানে আছেন না জমিনে? উত্তরে ইমাম সাহেব বলেন: সে কুফরি করল; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:"দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমাসীন।" [সূরা ত্বহা:৫] আর তাঁর আরশ সাত আসমানের উপরে।

প্রশ্নকারী বলেন: আমি ইমাম সাহেবকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম, যদি সে বলে: আল্লাহ তা'য়ালা আরশে আছেন। কিন্তু আমি জানি না আরশ আসমানে না জমিনে? উত্তরে তিনি বলেন: সে কাফের; কারণ সে আল্লাহ আসমানে তা অস্বীকার করল। অতএব, যে আল্লাহ আসমানে আছেন এ কথা অস্বীকার করবে সে কুফরি করল। [শারহুত ত্বহাবীয়াহ–ইবনু আবিল 'ইজ আল-হানাফী: ১/২৬৭]

# কবর পূজার গোড়ার কোথা

১. প্রথমে কবর পূজারীরা অলির পবিত্রতা এবং তিনি একজন নেক ও মুত্তাকী মানুষ প্রচার করে।

২. এরপর তার কবরকে পাকা করে ও তার উপর চাদর ও গালিচা চড়াই। আর সেখানে মোমবাতি-আগরবাতি জ্বালাই।

৩. এরপর কবর জিয়ারত করা মুস্তাহাব মনে করে। সেখানে মৃত্যু ও আখেরাতকে স্মরণ করার জন্য জিয়ারত নয় বরং নেককার অলি বা পীরের স্মরণার্থে গমন করে।

৪. এরপর বরকতপূর্ণ স্থান মনে করে দোয়া কুবুলের উদ্দেশ্যে কবরের পার্শ্বে দোয়া করে।

৫. এরপর বরকত হাসিলের আশায় কবর স্পর্শ করে শরীরে মাখে এবং কবর ও তার দেওয়াল ইত্যাদি চুম্বন করে।

৬. এরপর কবরের পাশে বিভিন্ন ধরনের এবাদত করে।

৭. এরপর আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সুপারিশের জন্য মৃত অলিকে মাধ্যম মনে করে ডাকে।

৮. এরপর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর অলিকে বিভিন্ন ধরনের অবর্তন-বিবর্তনের অধিকার দান করেছেন মনে করে অলির নিকট চাওয়া আরম্ভ করে। এমনকি বিপদে আহ্বান করে এবং তাকে ভয় করে।

৯. এরপর কবরের পার্শ্বে অথবা উপরে মসজিদ নির্মাণ করে। আর কবরের উপর গুম্বুজ বানিয়ে মাজার বানায়।

১০. এরপর বহু মিথ্যা কারামত, গল্প ও কেচ্ছা-কাহিনী বানিয়ে সাধারণ মানুষের মাঝে ব্যাপক হারে প্রচার করে।

১১. এরপর প্রচার করে ঐখানে জমজমাটভাবে বড় ধরনের মাহফিল ডেকে ওরস ক'রে মানুষকে আহ্বান করে।

১২. এরপর যারা এর বিরোধিতা করে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে, এমনকি যুদ্ধও করে।

# মাজার সুমারী

১. মেশরের গ্রাম-গঞ্জে প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) কবর ও মাজার রয়েছে। বছরের কোন দিন ওরস থেকে খালি থাকে না। এমনকি যে সকল গ্রামে মাজার নাই সেগুলো বরকত থেকে খালি এবং সেখানকার মানুষ বখিল বলে বিবেচিত হয়। শুধুমাত্র মেশরের রাজধানী কায়রোতে রয়েছে ২৯৪টি মাজার। আর কায়রোর বাইরে যেমনঃ ফুওয়্যাহ সেন্টারে ৮১টি, তলখা সেন্টারে ৫৪টি, দাসুক সেন্টারে ৮৪টি, তালা সেন্টারে ১৩৩টি। এগুলো সূফীদের অধীনে মাজার। এ ছাড়াও রয়েছে ওকাফ্‌ভুক্ত ও সূফীদের ছাড়া অন্যান্যদের অসংখ্য মাজার।

কায়রোতে বড় বড় মাজারগুলো হচ্ছেঃ হুসাইনের মাজার, সাইয়্যেদা জয়নবের মাজার, সাইয়্যেদা আয়েশার মাজার, সাইয়্যেদা সাকীনার মাজার, সাইয়্যেদা নাফীসার মাজার, ইমাম শাফেঈর মাজার, লাইছ ইবনে সা'দ এর মাজার। আর কায়রোর বাইরে

যেমনঃ ত্বনত্বনায় বাদাবীর, দাসূকে দাসূকীর, ইস্কান্দারিয়ায় আবুল আব্বাস মুরিসী ও আবু দারদার, বাহরুল আহমার জেলার হুমাইছারা গ্রামে আবুল হাসান শাযেলীর, বাগদাদী গ্রামে আহমাদ রেযওয়ানীর, আকসারে আবুল হাজ্জাজ আকসারীর ও কানাতে আব্দুল রহীম কানাঈর।

২. শামদেশের (সিরিয়ার) রাজধানী দামেস্কে ১৯৪ কবর ও মাজার রয়েছে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ ৪৪টি এবং সাহাবাদের নামে ২৭টির বেশি। এগুলোর প্রতিটির গুম্বুজ রয়েছে এবং বরকত হাসিলের জন্য জিয়ারত করা হয়।

৩. আর তুরস্কের পুরাতন রাজধানী ইস্তাম্বুলে ৪৮১টি জামে মসজিদের প্রায় প্রতিটিতে রয়েছে কবর। এর মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ইস্তাম্বুলের জামে মসজিদে সাহাবী আবু আইয়ূব আনসারী [ﷺ]-এর কবর।

৪. ইন্ডিয়ায় প্রায় ১৫০-এর বেশি প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে। এগুলোতে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ জিয়ারত করতে যায়।

৫. ইরাকের রাজধানী বাগদাদে হিজরি চতুর্থ শতাব্দির প্রথমদিকে ১৫০-এর বেশি জামে মসজিদ ছিল। যার অধিকাংশ মসজিদে রয়েছে কবর। মাওসেল শহরে ৭৬-এর বেশি প্রসিদ্ধ কবর রয়েছে এবং প্রতিটি জামে মসজিদের ভিতরে। এ ছাড়াও আরো মসজিদে ও বিভিন্ন স্থানে রয়েছে বহু পাকা কবর ও মাজার।

৬. উজবেকিস্তানের বিভিন্ন এলাকায় রয়েছে সাহাবা, মাশায়েখ, আলেম ও অলিদের নামে অসংখ্য কবর ও মাজার। এগুলোতে মানুষ একাকী ও জামাতবদ্ধ হয়ে জিয়ারত করতে যায় এবং সেখানে দোয়া করে ও নজর মানে। এখানকার প্রসিদ্ধ মাজার হচ্ছে সামারকন্দের কাছাম ইবনে আব্বাসের এবং খারতাঙ্গ গ্রামে ইমাম বুখারীর কবর।

৭. বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দুনিশিয়া ও মালশিয়া ইত্যাদি দেশেও ব্যঙ্গের ছাতার মত যেখানে সেখানে, রাস্তা-ঘাটে, গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে

অসংখ্য কবর ও মাজার রয়েছে যা চোখ খুললেই নজরে পরে।

৮. এ ছাড়া দামেস্কে এহয়া ইবনে জাকারিয়া [عليه السلام] ও হূদ (আ:) এর কবর। দক্ষিণ লেবাননেও এহয়া ইবনে জাকারিয়া [عليه السلام]-এর মাজার রয়েছে। জর্দানে হারূন ও ইউশা'আ (আ:)-এর মাজার। অনুরূপ নূহ [عليه السلام]-এর মাজার। সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে খোযের (খাযির) [عليه السلام]-এর কবর। অনুরূপ শীস ইবনে আদম [عليه السلام]-এর কবর। ইরাকের মাওসেলেও জামে শীসের ভিতরে তাঁর কবর রয়েছে। ইয়ামেনের হাযরামুওতে সালেহ [عليه السلام]-এর কবর। ফিলিস্তিনে আইয়ূব [عليه السلام] ও ইউনুস [عليه السلام]-এর কবর এবং খলীল শহরে মসজিদে ইবরাহিম [عليه السلام]-এর কবর। সিরিয়ার হালাবে (আলেপ্পো) নগরীতেও দাউদ [عليه السلام]-এর কবর। অনুরূপ লেবাননে শামা'উন [عليه السلام]-এর মাজার রয়েছে।

**নোট:**ইসলামে মসজিদে হারাম, নববী ও আকসা ছাড়া আর কোথাও নেকির উদ্দেশ্যে সফর করা হারাম।

# ছোট শিরক ও তার প্রকার

- **ছোট শিরকের সংজ্ঞা কয়েকভাবে করা হয়েছে:**

**ছোট শিরক হলো:**

- এমন প্রতিটি মাধ্যম ও উপায় যা বড় শির্ক পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কিন্তু এবাদত পর্যায়ে পৌঁছে না।
- শরিয়তে নিষিদ্ধকৃত প্রতিটি জিনিস যা বড় শিরক পর্যন্ত পৌঁছানোর উপায় ও তাতে পতিত হওয়ার মাধ্যম এবং কুরআন-হাদীসে যাকে শিরক বলা হয়েছে। [স্থায়ি ফতোয়া কমিটি সৌদি আরব:১/৫১৭]
- এমন সকল কার্যাদি বা কথাবার্তা কিংবা আচার-অনুষ্ঠান যাকে কুরআন ও হাদীসে শিরক বলা হয়েছে কিন্তু তা বড় শিরক না।
- **ছোট শিরক দু'প্রকার যথা:**

১. প্রকাশ্য শিরক।
২. গুপ্ত ও সূক্ষ্ম শিরক।

**প্রথমত: প্রকাশ্য ছোট শিরক আবার দু'প্রকার:**

(ক) কথায় ও শব্দে শিরক।

(খ) কাজ-কর্মে শিরক।

**2 কথায় ও শব্দে প্রকাশ্য ছোট শিরক যেমন:**

আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যের নামে শপথ করা।
নবী [ﷺ] বলেন:

« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ».

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ করল সে শির্ক করল।" [সহীহ সুনানে আবু দাঊদ]

এভাবে মায়ের কসম, আগুনের কসম, বিদ্যার কসম, মাটির কসম, ছেলে-মেয়ের কসম, দিন-রাতের কসম, মসজিদের কসম, পীর-অলির কসম ইত্যাদি সবই গাইরুল্লাহর কসম যা প্রকাশ্য কথার মধ্যে ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

আর যদি মনে করা হয় যে, অলি বা পীর যার নামে কসম করছে, যদি মিথ্যা শপথ করে তবে তিনি ক্ষতি করতে পারবেন, তাহলে তা বড় শিরকে পরিণত হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে আল্লাহ এবং তোমার ইচ্ছায়,

আল্লাহ্ ও ডাক্তার বা কবিরাজ কিংবা অলির জন্য বাচ্চাটি বেঁচে গেল ইত্যাদি কথায় ও শব্দে প্রকাশ্য ছোট শিরক; কেননা, এখানে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার সাথে অন্যের ইচ্ছাকে যোগ করা হয়েছে।

কিন্তু যদি আল্লাহ অত:পর অমুক না থাকলে আমার এই হত অথবা আল্লাহ এরপর অমুকের ইচ্ছায় এটা হয়েছে ইত্যাদি এভাবে বলা বৈধ; কারণ এখানে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছার সঙ্গে অন্যের ইচ্ছাকে মিলিয়ে দেওয়া হয়নি; বরং অন্যের ইচ্ছাকে আল্লাহ তা'য়ালার ইচ্ছাধীন করা হয়েছে।

**দ্বিতীয়তঃ কাজে-কর্মে প্রকাশ্য ছোট শিরক যেমনঃ**

বিভিন্ন প্রকার বালা ও সুতা প্রভৃতি বিপদ-মসিবত দূর করা অথবা প্রতিহত করার জন্য ব্যবহার করা। অনুরূপভাবে বদনজর ইত্যাদি থেকে বাঁচার জন্য তাবিজ–কবজ বাঁধা। যেমনঃ শরীরে, হাতে, কমরে, গলায় কিংবা বাড়িতে বা গাড়িতে অথবা দোকান-পাটে বাঁধা বা ঝুলানো।

যদি বিশ্বাস করে যে, এসব বালা–মসিবত দূর অথবা প্রতিহত করার একটি কারণ মাত্র তাহলে ছোট

শির্ক; কেননা, আল্লাহ তা'য়ালা এসবকে শরিয়তে কারণ হিসাবে স্বীকৃতি দেননি। আর যদি মনে করে যে, এসব বালা–মসিবত প্রতিহত বা দূর করে তাহলে বড় শিরক; কেননা, এ দ্বারা গাইরুল্লাহর সাথে সম্পর্ক করা হয়। আরো বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত এ জন্য যে, আল্লাহ তাবিজকে আরোগ্যের মাধ্যম শরিয়ত সম্মত করেননি। তাই যা আল্লাহ তা'য়ালা শরিয়তে প্রবর্তন করেননি তাকে শরিয়তের অন্তর্ভুক্ত করা বড় শিরক; কারণ শরিয়তের বিধিবিধান করার ক্ষমতা একমাত্র মহান আল্লাহ তা'য়ালার অন্য কারো না।

# কুরআন দ্বারা তাবিজ-কবজের বিধান

কুরাআনের আয়াত ও হাদীসের দোয়া দ্বারা তাবিজ করা হারাম; কারণঃ

১. রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও তাঁর সাহাবা কেরাম ইহা কখনো করেননি।

২. ইহা দ্বারা জায়েজ হলে অন্যান্য সবকিছুর পথ সুগম হয়ে যাবে।

৩. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন সঙ্গে রেখে অবমাননা করা হবে।

৪. আর কুরআনকে অপবিত্র অবস্থায় ব্যবহার করা থেকে বাঁচার জন্য সূরা বা আয়াতকে নাম্বারিং করে তাবিজ বানানো যা কুফরি পাপ; কারণ ইহা কুরআনের তাহরীফে লাফযী ও মা'নাবী অর্থাৎ– কুরআনের শাব্দিক ও অর্থগত পরিবর্তন। আর এ ধরনের তাহরীফ করেছিল ইহুদিরা। কিন্তু বড় দু:খের বিষয় যে, আজ-কাল আমাদের দেশের এমনকি কুরআনগুলোর মঝে বা বিভিন্ন ইসলামী বই-পুস্তকে এসবের মহা সমাহার।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস [ﷺ]-তার বুঝমান সন্তানদের "আঊযু বিকালিমাাতিল্লাহিত্ তাাম্মাহ, মিন গযাবিহি ওয়া শাররি 'ইবাাদিহ্, ওয়া মিন হামাজাাতিশ শায়াাতীনি, ওয়া আয়্যঁইয়াহ্যরূন" দোয়াটি শিক্ষা দিতেন এবং অবুঝ সন্তানদের গলায় মুখস্থ করানোর জন্য ঝুলিয়ে দিতেন। হাদীসটি সুনানে আবু দাউদে বর্ণিত হয়েছে। এ দোয়ার শব্দগুলো সম্মিলত হাদীসটি হাসান পর্যায়ের। কিন্তু সাহাবীর এ কাজটি সহীহ বা হাসান হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয় বরং অতি দুর্বল যা অগ্রহণযোগ্য। [সহীহ সুনানে আবু দাউদ হাঃ নং ৩৮৯৩ এবং আল-কলিমুত তাইয়েবঃ পৃ:৮৪]

৬. আর ইহা নবী [ﷺ]-এর বাণীঃ

« مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ».

"যে তাবিজ ঝুলাল সে শিরক করল।" [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে'–আলবানী, হাঃ নং ৬৩৯৪]-এর বিপরীত। আর নবী [ﷺ] এখানে কুরআন ও হাদীস

দ্বারা জায়েজ এ কথা বলেননি। বরং সবই নিষেধ করেছেন। আর তিনি কখনো কাউকে তাবিজ পরাননি বা দেননি। আর তিনি সর্বদা ঝাড়ফুঁক করতেন।

৭. তাছাড়া সাহাবী শিক্ষার জন্যে ব্যবহার করতেন; তার প্রমাণ বড়দের মুখস্থ করাতেন এবং ছোটদের গলায় ঝুলাতেন।
৮. এ ছাড়াও ইহা রসূলুল্লাহ [ﷺ] ও সমস্ত সাবাগণের আমলে বিপরীত কাজ যা কখনো গ্রহণযোগ্য নয়।
৯. তাবিজের পরিবর্তে নবী [ﷺ] কুরআন ও হাদীসের দোয়া দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করতেন।

**¿ ঝাড়ফুঁক করার জন্য শর্ত হলো:**

**(ক)** কুরআনের আয়াত বা আল্লাহ তা'য়ালার নাম কিংবা গুণাবলী ও সহীহ হাদীসের দোয়া দ্বারা হতে হবে।

**(খ)** অর্থ বুঝা যায় এমন হতে হবে। যদি যাদুমন্ত্র ও ভেলকিবাজি কিংবা নাম্বারিং করা হয় যার অর্থ বুঝা যায় না তা দ্বারা ঝাড়ফুঁক করা হারাম।

**(গ)** শরিয়তের পরিপন্থী যেন না হয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালা ছাড়া অন্যকে ডাকা বা জিনের নিকট বিপদ মুক্তির জন্য আহ্বান করা। এসব হারাম বরং শিরক।

**(ঘ)** ঝাড়ফুঁকদাতা ও রোগী উভয়ে আকীদা রাখবে যে, ইহাই উপকার করতে পারবে না। বরং বিশ্বাস রাখবে যে, একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালাই ভাল করার মালিক।

[আল-কাওলুল মুফীদ, শাইখ ইবনে উসাইমীনঃ ১/২৩৫-২৩৬ ও আত্তামহীদ লিশারহি কিতাবিত তাওহীদঃ ১/১৪০ দ্রঃ]

**দ্বিতীয় প্রকার: গুপ্ত ও সূক্ষ্ম ছোট শিরক:**

**(ক) এ শিরক নিয়ত ও ইচ্ছার মধ্যে হয়:**

কোন সৎকর্ম মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ বা নাম হাসিলের জন্য সুন্দররূপে সুশোভিত করা গুপ্ত ও সূক্ষ্ম ছোট শিরক। যেমন: কেউ আল্লাহ তা'য়ালার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে কিন্তু লোকের সামনে তাদের প্রশংসা লুটার জন্য অতি সুন্দরভাবে আদায় করে।

রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন:

**«إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ».**

"আমি তোমাদের উপর যা অধিক ভয় করি তা হচ্ছে ছোট শির্ক। সাহাবা কেরাম [ﷺ] জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহ তা'য়ালার রসূল! ছোট শির্ক কি? তিনি [ﷺ] বললেন: রিয়া তথা লোক দেখানো আমল।" [সহীহ তারগীব হা: নং ৩২]

দুনিয়া হাসিলের জন্য যে কোন সৎকর্ম। যেমন: সালাত, রোজা, জাকাত, হজ্ব, উমরা, আজান,

ইমামতি, দান-খয়রাত, কুরবানি, দ্বিনী জ্ঞানার্জন, ইসলামি সংগঠন বা সেন্টারে কাজ, দা'ওয়াত-তাবলীগ ও জিহাদ ইত্যাদি পার্থিব কোন উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা ছোট শির্ক।

মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করাকে রিয়া বলে। আর মানুষকে শুনানো ও প্রসিদ্ধ লাভের জন্য আমল করাকে সুম'আ বলে। যেমনঃ আল্লাহ তা'য়ালার এবাদত এ জন্যে করা যে, মানুষ তাকে আবেদ বলে প্রশংসা করবে। মানুষের জন্যে এবাদত করে না; কিন্তু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ বা সুনাম ও সুখ্যাতি লাভ কিংবা দুনিয়ার কোন সার্থ্য হাসিলের জন্য করে। আর মানুষের জন্য এবাদত করলে তা বড় শিরকে পরিণত হয়ে যাবে।

কিন্তু যদি মানুষ তার অনুসরণ করবে এ ইচ্ছায় করে তবে রিয়া হবে না। বরং উহা আল্লাহ তা'য়ালার প্রতি দা'ওয়াতের অন্তর্ভুক্ত হবে। রসূলুল্লাহ [ﷺ] সালাতের প্রশিক্ষণ দেয়ার পরে বলেন:"ইহা এ জন্যে করেছি যাতে করে তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং

আমার সালাত আদায়ের পদ্ধতি জানতে পার।” [বুখারী ও মুসলিম]

**(খ) এখলাস এবাদত কবুলের একটি শর্ত:**

যে কোন আমল কবুলের জন্য শর্ত ৩টি: (১) সঠিক ঈমান। (২) এখলাস তথা আল্লাহর জন্য হওয়া। (৩) একমাত্র রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সুন্নত মোতাবেক হওয়া।

© এখলাস হলো: একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার সন্তুষ্টির জন্য নিখাদচিত্তে এবাদত করা।

© কেউ বলেছেন: এখলাস হলো: সর্বদা আল্লাহ তা‘য়ালার প্রতি দৃষ্টি রেখে মানুষকে দেখানো হতে ভুলে থাকা।

© কেউ বলেছেন: এখলাস হলো: অন্তরকে ছোট-বড় সর্বপ্রকার কালিমা ও কলঙ্ক থেকে পবিত্র করা; যাতে করে এবাদত একমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার নৈকট্য হাসিলের জন্য হয়।

© ইয়াকুব (রহ:) বলেছেন: এখলাসকারী হলো: যে তার নেকিসমূহকে গোপন রাখে যেমন গোপন রাখে তার পাপগুলোকে।

© সূসী (রহ:) বলেছেন: এখলাস হলো: এখলাস না দেখা; কারণ যে তার এখলাসে এখলাসকে দেখে তার এখলাসকে এখলাস করার প্রয়োজন রয়েছে।

© আইয়ূব (রহ:) বলেছেন: এবাদতকারীদের উপর সবচেয়ে কষ্টকর কাজ হলো নিয়তে এখলাস করা।

© কেউ বলেছেন: এক ঘন্টার এখলাস সারা জীবনের নাজাতের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখলাস বড় কঠিন।

© সোহাইল (রহ:)কে বলা হলো: নফ্সের-প্রবৃত্তির উপর সবচেয়ে কঠিন জিনিস কি? তিনি উত্তরে বলেন: এখলাস; কারণ এখলাসে নফ্সের-প্রবৃত্তির কোন অংশ থাকে না।

© ফোযাইল ইবনে ইয়ায (রহ:) বলেন: মানুষের জন্য কোন আমল ত্যাগ করা রিয়া। আর মানুষের

জন্য কোন আমল করা শিরক। আর এখলাস হলো: ঐ দু'টি থেকে মুক্ত থাকা।

© একজন নেক মানুষ হতে বর্ণিত, তিনি সর্বদা তাঁর আত্মাকে বলতেন: হে আমার আত্মা এখলাস কর তাহলে রক্ষা পাবে।

© এখলাস অর্জন করা ঐ ব্যক্তির জন্য সম্ভব, যার অন্তর আল্লাহ তা'য়ালার ভালবাসায় ভরপুর এবং সর্বদা আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন। আর অন্তরে দুনিয়ার ভালবাসার কোন স্থান নেই।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

البينة Z y o n m l k j i h [

“তাদেরকে এ ছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর এবাদত করবে।” [সূরা বাইয়িনাহ: ৫]

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] âكَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ ç è é ê ë بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ î

ï Z الكهف

"যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাত করার আশা রাখে সে যেন সৎআমল করে এবং তার প্রতিপালকের এবাদতে কাউকে শরিক না করে।" [সূরা কাহাফ:১১০]

এখলাস না থাকার কারণে জাহান্নাম উদ্বোধন করা হবে মুজাহিদ, ক্বারী-আলেম ও দানবীর দ্বারা; কারণ তারা এ সকল সৎআমল দুনিয়াই খ্যাতিলাভের উদ্দেশ্যে করেছিল।

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ: « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَة عَلَيْه رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِه فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ**

يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ.

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ». مسلم

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: আমি রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন:"কিয়ামতের দিন যাদের প্রথমে বিচার করা

হবে তাদের মধ্যে একজন হলো শহীদ। তাকে হাজির করা হবে এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেয়ামতের স্বীকারোক্তি করালে সে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে বলবে: অপনার জন্য যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি যুদ্ধ করেছ তোমাকে বাহাদুর বলা হবে তার জন্য। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর একজন মানুষকে হাজির করা হবে যে জ্ঞানার্জন করেছিল এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছিল ও কুরআন পাঠ করেছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেয়ামতসমূহের স্বীকারোক্তি করালে সে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে উত্তরে বলবে: আমি শিক্ষা অর্জন করেছিলাম এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দিয়েছিলাম ও তোমার জন্য কুরআন পাঠ করেছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: মিথ্যা বলছ। বরং তুমি জ্ঞানার্জন করেছিলে যেন তোমাকে আলেম বলা হয়

এবং কুরআন পাঠ করেছ যেন তোমাকে কারী সাহেব বলা হয়। আর এসব বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

অপর একজন যাকে আল্লাহ তা'য়ালা প্রচুর সম্পদ দান করেছিলেন এবং সর্বপ্রকার সম্পদ দিয়েছিলেন তাকে হাজির করা হবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে নেয়ামতর স্বীকারোক্তি করালে সে স্বীকার করবে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: এ সবকিছুর কি করেছ? সে উত্তরে বলবে: আল্লাহ এমন কোন পথ নেই যা তুমি পছন্দ কর যেখানে খচর করিনি। তোমার সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করেছি। আল্লাহ বলবেন: মিথ্যা বলছ বরং তুমি করেছ যেন তোমাকে দানবীর বলা হয়। আর তা বলা হয়েছে। এরপর নির্দেশ করা হবে এবং মুখের উপর টেনে তাকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।" [মুসলিম]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ حَدَّثَنِي رَسُولُ اللَّه صَــلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ:« أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ يَنْزِلُ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِيَ بَيْنَهُمْ وَكُلُّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٌ.

فَأَوَّلُ مَنْ يَدْعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرْآنَ وَرَجُلٌ يَقْتَتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَرَجُلٌ كَثِيرُ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لِلْقَارِئِ أَلَمْ أُعَلِّمْكَ مَا أَنْزَلْتُ عَلَى رَسُولِي قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَاذَا عَمِلْــتَ فِيمَا عُلِّمْتَ قَالَ كُنْتُ أَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّــهُ بَــلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ إِنَّ فُلَانًا قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ.

وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْمَالِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ أَلَمْ أُوَسِّعْ عَلَيْــكَ حَتَّى لَمْ أَدَعْكَ تَحْتَاجُ إِلَى أَحَدٍ قَالَ بَلَى يَا رَبِّ قَالَ فَمَــاذَا عَمِلْتَ فِيمَا آتَيْتُكَ قَالَ كُنْتُ أَصِلُ الرَّحِمَ وَأَتَصَدَّقُ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ.

وَيُؤْتَى بِالَّذِي قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقُولُ اللَّهُ لَهُ فِي مَاذَا قُتِلْتَ فَيَقُولُ أُمِرْتُ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِكَ فَقَاتَلْتُ حَتَّى قُتِلْتُ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ كَذَبْتَ وَتَقُولُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ كَذَبْتَ وَيَقُولُ اللَّهُ بَلْ أَرَدْتَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ذَاكَ. ثُمَّ ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتِي فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أُولَئِكَ الثَّلَاثَةُ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ تُسَعَّرُ بِهِمْ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».رواه الترمذي.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রসূলুল্লাহ [ﷺ] আমাকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা কিয়ামতের দিন বান্দার মাঝে ফয়সালা করার জন্য অবতরণ করবেন। এসময় প্রতিটি জাতি থাকবে হাঁটুর ওপর ভর করে। সর্বপ্রথম যাদেরকে ডাকা হবে তারা হলো: কুরআনের কারী-হাফেজ, আল্লাহ তা'য়ালার রাহে নিহত ব্যক্তি ও মালদার।

অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা কারীসাহেবকে বলবেন: আমি কী তোমাকে আমার রসূলের প্রতি নাজিলকৃত

কিতাবের জ্ঞান দান করিনি? সে উত্তরে বলবে: হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: যা শিখেছিলে তার কতটুকু আমল করেছিলে? কারী সাহেব বলবে: রাত-দিন সব সময় তারই আমল করেছি। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: মিথ্যা বলছ এবং ফেরেশতাগণও বলবেন: মিথ্যা বলছ। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: বরং তুমি এ দ্বারা চেয়েছিলে তোমাকে কারী সাহেব বলা হবে আর তাই বলা হয়েছে।

এরপর মালদার ব্যক্তিকে হাজির করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: আমি কী তোমাকে সম্পদের প্রাচুর্যতা দান করিনি যাতে করে অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হও? সে বলবে হ্যাঁ, হে আমার প্রতিপালক। আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: যা তোমাকে দিয়েছিলাম তা দ্বারা কী করেছিলে? সে বলবে: তা দ্বারা আত্মীয়তা সম্পর্ক গড়েছিলাম এবং দান-খয়রাত করেছিলাম। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: মিথ্যা বলছ এবং ফেরেশতাগণও তাকে বলবেন: মিথ্যা বলছ। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: বরং এ দ্বারা তুমি

চেয়েছিলে তামোকে দানবীর বলা হবে আর তাই বলা হয়েছে।

এরপর হাজির করা হবে আল্লাহ তা'য়ালার রাহে নিহত ব্যক্তিকে। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: কী জন্যে তোমাকে হত্যা করা হয়েছিল? সে বলবে: আমাকে আপনার রাস্তায় জিহাদ করার জন্যে নির্দেশ করা হয়েছিল। তাই আমি যুদ্ধ করি এবং নিহত হয়। আল্লাহ তা'য়ালা তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ এবং ফেরেশতাগণও তাকে বলবেন: তুমি মিথ্যা বলছ। অত:পর আল্লাহ তা'য়ালা বলবেন: বরং তুমি এ দ্বারা চেয়েছিলে তোমাকে বাহাদুর বলা হবে আর তাই বলা হয়েছে।

(আবু হুরাইরা বলেন) অত:পর রসূলুল্লাহ [ﷺ] তাঁর দুই হাঁটুর উপর হাত মেরে বলেন: হে আবু হুরাইরা! এরাই সেই তিন ব্যক্তি যাদের দ্বারা আল্লাহ তা'য়ালার কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম জাহান্নামকে উদ্বোধন করবেন।" [সহীহ তিরমিযী:১/৫৯১ হা: নং ২৩৮২]

**(গ) গুপ্ত শিরকের ভয়ঙ্কর পরিণামঃ**

Ø গুপ্ত শিরক হালকা নাজাসাত তথা অপবিত্র।

Ø গুপ্ত শিরক থেকে বাঁচা এবং এর চিকিৎসা করা বড় কঠিন।

Ø গুপ্ত শিরক শয়তানের এক পারমানিক বোমা যা দ্বারা মানুষের আমলকে ধ্বংস করে দেয়।

Ø গুপ্ত শিরকে আলেম, দরবেশ, পীর, বুজুর্গ এবং আবেদ ও সাধারণ সকলেই পতিত হয়।

Ø গুপ্ত শিরক নির্মল স্বচ্ছ পাথরের উপর পিঁপড়ার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম।

রসূল্লাহ [ﷺ] বলেনঃ

« الشِّرْكُ فِيْ أُمَّتِي أَخْفَى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا ».

"আমার উম্মতের মধ্যে (গুপ্ত) শির্ক স্বচ্ছ-মসৃণ পাথরের উপর পিঁপড়ার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম।" [হাদীসটি বিশুদ্ধ, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৩৭৩০]

Ø গুপ্ত শিরক আমলকে বাতিল করে দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

Z K J I H G F E D C B [ الفرقان

"আমি তাদের কৃত আমলের প্রতি মনোনিবেশ করব। অত:পর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণারূপ করে দেব।" [সূরা ফুরকান:২৩]

**(ঘ) রিয়াযুক্ত এবাদতের অবস্থা:**

**১.** রিয়া যদি আসল এবাদতের মধ্যে হয়। যেমন: লোক দেখানো বা শুনানোর জন্যই এবাদত করা। তাহলে এ আমল বাতিল হয়ে যাবে।

**عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:« أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ».** رواه مسلم.

আবু হুরাইরা [ﷺ] থেকে বর্ণিত রসূলুল্লাহ [ﷺ] বলেছেন: আল্লাহ তাবারক ওয়া তা'য়ালা বলেন: "আমি শিরক হতে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন

আমল করবে যাতে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে শরিক করে আমি তাকে এবং তার শিরককে ত্যাগ করি।" [মুসলিম]

**২.** আর যদি আসল এবাদত আল্লাহ তা'য়ালার জন্যই আরম্ভ করে থাকে কিন্তু রিয়া তাতে আকস্মিকভাবে এসে যায় তাহলে এর দু'অবস্থা:

(ক) যদি রিয়াকে দূর করার চেষ্টা করে তাহলে কোন ক্ষতি হবে না। যেমন: একজন সালাত আদায় করা অবস্থায় তার অন্তরে রিয়ার উদ্রেক হলো যে, লম্বা রুকু অথবা দীর্ঘ সেজদা কিংবা কাঁদা ইত্যাদি প্রকাশ করবে। এমন অবস্থায় যদি দূর করার চেষ্টা করে এবং ঘৃণা করে তাহলে কোন ক্ষতি হবে না; কারণ সে চেষ্টা করেছে।

(খ) আর যদি ঐ অবস্থায় রয়ে যায় তাহলে সব আমল রিয়ার ভিত্তিতেই হবে এবং বাতিল হয়ে যাবে।

৩. আর এবাদত করার পর যদি রিয়া সংযুক্ত হয় তাহলে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। কিন্তু যদি তাতে সীমা লঙ্ঘন ও জুলুম থাকে তবে নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন: দান-সদকা করার পর এহসান উল্লেখ

করে ও খোটা দিয়ে কষ্ট দিলে দান-সদকা নষ্ট হয়ে যাবে।

## (ঙ) রিয়া এবাদতের মাঝে হলে তার বিধানঃ

যদি এবাদতের শেষাংশ বিশুদ্ধ হওয়া প্রথমাংশের উপর নির্ভর করে তবে পুরটাই বাতিল হয়ে যাবে যেমন সালাত। আর যদি প্রথমাংশ শেষাংশ ছাড়াই সঠিক হয়, তবে রিয়ার আগের অংশ সঠিক হবে আর পরের অংশ বাতিল হয়ে যাবে। যেমনঃ একজন মানুষ তার নিকটে একশ টাকা ছিল সে ৫০ টাকা খালেস নিয়তে দান করল। এরপর বাকি ৫০ টাকা দান করল লোক দেখানোর জন্য। তার প্রথম ৫০ টাকা কবুল হবে আর দ্বিতীয় ৫০ টাকা কবুল হবে না; কারণ শেষাংশের ৫০ টাকা প্রথমাংশের ৫০ টাকা থেকে ভিন্ন।

## (চ) লোক দেখানো-শুনানো আমলের লক্ষণঃ

১. ভাল কাজ করার পর মানুষের নিকট বলে বেড়ানো।

২. জনগণের সামনে আমলকে সুশোভিত করার প্রবণতা। তার দু'টি অবস্থা: একটি তার ও মানুষের মাঝের অবস্থা। আর অপরটি তার এবং আল্লাহর মাঝের অবস্থা।
৩. মানুষের প্রশংসা করা ও তা শুনা পছন্দ করা।
৪. নিজের ব্যাপারে অতিরিক্ত প্রশংসা ও উপাধি লাগানো থেকে ভক্তদের নিষেধ না করা।
৫. নামের আগে ও পরে বড় বড় টাইটেল ও পদবী লাগানো।
৬. দুনিয়াবী পদ বা সুখ্যাতির জন্য আমল করা।
৭. মানুষের সামনে এবাদত করা এবং একাকী হলে না করা।
৮. মানুষের সামনে নিজেকে ভর্ৎসনা করা।
৯. মানুষ তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার ও উত্তম লেনদেন করুক আশা করা।
১০. আল্লাহ তা'য়ালার জন্য কৃত আমলকে দুনিয়াবী উদ্দেশ্য হাসিলের মাধ্যম বানানো।
১১. ইসলামের নামে নতুন নতুন দল ও সংগোঠন বানানো।

## (ছ) মারাত্মক সূক্ষ্ম রিয়াঃ

### ১. ইমাম গাজ্জালী (রহঃ) বলেনঃ

আমলকারী তার আমলকে প্রকাশ করতে চায় না এবং তা প্রকাশ হওয়া পছন্দও করে না। কিন্তু এরপরেও যখন মানুষকে দেখে তখন তারা তাকে সালাম প্রদান করুক পছন্দ করে। আর মানুষ তাকে হাসি মুখে গ্রহণ করুক ও সম্মানের সাথে সাক্ষাৎ কামনা করে। এছাড়া মানুষ তার প্রশংসা করুক পছন্দ করে ও তার প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে তারা আগ্রহী হোক ভালবাসে। তার সঙ্গে কেনাবেচায় মানুষ উদার হোক এবং তার জায়গা প্রশস্ত করুক চায়। যদি কেউ এসবে ত্রুটি বা কম করে তাহলে তার অন্তরে কষ্ট পায়। তার ব্যাপারে মানুষের অবহেলা দেখে বড় আশ্চর্য বোধ করে।---- এর কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'য়ালার জ্ঞান সম্পর্কে তার একিনের অভাব। এসব অতি সূক্ষ্ম রিয়া যা স্বচ্ছ পাথরের উপর পিঁপড়ার পদধ্বনির চেয়েও সূক্ষ্ম। এ হতে মুক্ত থাকা বড় কঠিন। রিয়া এসব আমলের সওয়াবকে নিষ্ফল করে ফেলে এবং এ থেকে একমাত্র মহা সত্যবাদীরা ছাড়া

আর কেউ নিরাপদে থাকতে পারে না। [ইহ্‌ইয়াউল উলুম–ইমাম গাজ্জালী: ৩/৩০৫-৩০৬]

**২. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেনঃ**

বর্ণিত হয়েছে যে, ইমাম আবু হামেদ গাজ্জালী (রহঃ) জানতে পারেন যে, যে ব্যক্তি ৪০দিন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এখলাস করবে তার অন্তর হতে জবানে হিকমতের ফোয়ারা প্রবাহিত হবে। গাজ্জালী বলেনঃ তাই ৪০দিন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এখলাস করি কিন্তু কোন কিছুর ফোয়ারা প্রবাহিত হলো না। ঘটনা কোন এক আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অধিকারীর নিকট উল্লেখ করি। তিনি আমাকে বলেনঃ তুমি তো হিকমত পাওয়ার উদ্দেশ্যে এখলাস করেছ আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এখলাস করনি; তাই হিকমত হাসিল হয়নি।

এরপর শাইখুল ইসলাম বলেনঃ এর কারণ হলোঃ কখনো মানুষের উদ্দেশ্য হয় জ্ঞান ও হিকমত হাসিল করা। অথবা কাশফ (ভেদ খুলে যাওয়া) ও অন্যদের উপর প্রভাব বিস্তারের শক্তি কিংবা মানুষের সম্মান ও

প্রশংসা ইত্যাদি দুনিয়াবী মতল ও উদ্দেশ্য অর্জন করা।

সে জানতে পারে যে, এসব আল্লাহ্ তা'য়ালার জন্য এখলাস ও তাঁর সন্তুষ্টির ইচ্ছায় করলে অর্জিত হয়। অতএব, যখন ওসব এখলাস ও আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টির দ্বারা কোন দুনিয়াবী উদ্দেশ্য পোষণ করবে তখন দু'টি পরস্পরবিরোধী জিনিস দাঁড়াবে। কারণ, অন্যের জন্য যে জিনিস চায় দ্বিতীয়টিই তার মূল উদ্দেশ্য হয়। আর প্রথমটি শুধু দ্বিতীয়টি পর্যন্ত পৌঁছার অসিলা তথা মাধ্যম হয় মাত্র।

সুতরাং, যখন আল্লাহ তা'য়ালার জন্য এখলাস ক'রে আলেম বা আধ্যাত্মিক জ্ঞানী কিংবা হিকমতপূর্ণ ব্যক্তি অথবা কাশফ ও অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করার শক্তি অর্জন করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য হবে, তখন উহা এখানে আল্লাহকে পাওয়া ইচ্ছা হবে না। বরং আল্লাহকে ঐ নিচু মানের মতলব ও মকসুদ হাসিলের জন্য অসিলা তথা মাধ্যম বানিয়ে ফেলে।

[দারউ তা'আরুযিল আকলি ওয়াননাকল, ইবনে তাইমিয়া:৬/৬৬]

### ৩. ইবনে রজব (রহঃ) নিম্নে বর্ণিত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেনঃ

নবী [ﷺ] বলেনঃ "দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে একটি ছাগল পালে ছেড়ে দিলে ততটুকু বিপর্যয় সৃষ্টি হবে না, যতটুকু বিপর্যয় সৃষ্টি হবে সম্পদ এবং সম্মান ও গোদির প্রতি লোভকারী ব্যক্তির দ্বীনের।"
[আবু দাউদ ও আহমাদ, হাদীসটি বিশুদ্ধ সহীহুল জামে'-আলবানী হাঃ নং ৫৬২০]

এখানে একটি অতি সূক্ষ্ম বিষয় রয়েছে তা হলোঃ মানুষ কখনো লোকজনের সামনে নিজের আত্মা তথা প্রবৃত্তিকে ভর্ৎসনা করে। আর এর দ্বারা উদ্দেশ্য হয় মানুষ তাকে যেন বিনয়ী ভাবে। ফলে তার সম্মান বেড়ে যাবে এবং তার প্রশংসা করবে। আর ইহা রিয়ার অতি সূক্ষ্ম দরজা। এ ধরণের রিয়ার ব্যাপারে সালাফে সালেহীন সতর্ক করে দিয়েছেন। যেমন মুতাররফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে শীখ্‌খীর বলেনঃ আত্মার উচ্চপ্রশংসার জন্য যথেষ্ট হলোঃ লোকাজনের সামনে নিজেকে ভর্ৎসনা করা। যেন তুমি এ ভর্ৎসনা দ্বারা

আত্মার সৌন্দর্য কামনা করছ। কিন্তু ইহা আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে বোকামি ছাড়া আর কিছুই না।
[আল-কাওলুল মফীদ শারহু কিতাবুত তাওহীদ, ইবনে উসাইমীন:২/২৮৭-২৮৮]

## (জ) যা রিয়ার অন্তর্ভুক্ত না:

১. কারো এবাদত অন্য কেউ জানার ফলে তাতে নিজে খুশি হলে। কারণ ইহা এবাদত হতে শেষ করার পর হয়েছে।
২. এবাদত সম্পাদন করার পর নিজের অন্তরে আনন্দ অনুভব করলে। কারণ, ইহা রিয়া নয় বরং তার পূর্ণ ঈমানের প্রমাণ।
৩. বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় সুন্দর পোশাক পরিধান করা এবং মানুষের জন্য সৌন্দর্য বর্ধিত করা।
৪. নিজের পাপসমূহকে গোপন রাখা ও তা প্রকাশ না করার ব্যাপারে তৎপর হওয়া।
৫. এবাদতকারীদের দেখে নিজে এবাদত করার প্রতি উৎসাহিত হওয়া।

৬. আল্লাহ তা'য়ালার জন্য খালেসভাবে এবাদত করার পর যদি আল্লাহ তা'য়ালা মুমিনদের অন্তরে তার প্রশংসার ব্যবস্থা করে দেন এবং সে তাতে খুশি হয়।

## (ট) বড় ও ছোট শিরকের মধ্যে পার্থক্যঃ

১. বড় শির্ক ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয় কিন্তু ছোট শির্ক দ্বীন থেকে খারিজ করে দেয় না।

২. বড় শির্ক চিরস্থায়ী জাহান্নামী বানিয়ে দেয় আর ছোট শির্ক প্রবেশের কারণ হলেও চিরস্থায়ী হয় না।

৩. বড় শির্ক সমস্ত আমলকে পণ্ড করে দেয় আর ছোট শির্ক শুধুমাত্র শির্ক মিশ্রিত আমলটিকে পণ্ড করে।

৪. বড় শির্ক হত্যাযোগ্য পাপ ও শিরককারীর তওবা না করলে তার সমস্ত সম্পদকে ইসলামী সরকারের জন্য বাজেয়াপ্ত করা বৈধ করে দেয়। কিন্তু ছোট শির্ক ঐ পর্যন্ত পৌঁছাই না।

# শিরককারীদের কিছু সংশয় ও জবাব

**সংশয়ঃ** কবর পূজারীরা বলে, আমরা তো মৃত অলি বা পীরের কিংবা কোন মূর্তীর এবাদত করি না। বরং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট তাঁদের উঁচু মানের মর্যাদা ও স্থান রয়েছে। তাই তাঁরা আমাদের জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সুপারিশকারী। আর মক্কার কাফেররা তাওহীদে রবুবিয়াকে অস্বীকার করত আমরা তা স্বীকার করি। এ ছাড়া আরো বলেঃ কুরআনের আয়াতগুলো মূর্তী ও পাথর পূজারীদের ব্যাপারে নিজিল হয়েছে কবর পূজার ব্যাপারে নয়।

**উত্তরঃ**

ইহাই তো মক্কার কাফেরদের মূর্তী পূজার শিরক ছিল। আল্লাহ তা'য়ালা তাদের সুপারিশকারী গ্রহণ করাকেই শিরক বলেছেন। আর শিরক চাই মূর্তীর হোক বা পাথর কিংবা নবী বা অলির হোক।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

y x w v u t s r [

يونس Z ﴿١٨﴾ ٱللَّهِ ~ } | { z

"আর উপাসনা করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে এমন বস্তুর, যা না তাদের ক্ষতিসাধন করতে পারে, না লাভ এবং বলে, এরা তো আল্লাহ তা'য়ালার কাছে আমাদের সুপারিশকারী।" [সূরা ইউনুস:১৮]

আর সে যুগের কাফের-মুশরেকরাও তাওহীদে রবূবিয়া মানত। এরপরেও তাদের মাল ও রক্তকে আল্লাহ তা'য়ালা হালাল করে দিয়েছিলেন; কারণ তারা তাওহীদে উলূহিয়াতে তথা এবাদতে শিকর করত। যেমন আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ

µ ¶ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ

فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ Z يونس

"তুমি জিজ্ঞেস কর, কে রুজি দান করে তোমাদেরকে আসমান থেকে ও জমিন থেকে, কিংবা কে তোমাদের

কান ও চোখের মালিক? তা ছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে বের করেন এবং কেইবা মৃত্যুকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন? কে করেন কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থাপনা? তখন তারা বলে উঠবে, আল্লাহ্! তখন তুমি বলো: তারপরেও ভয় করছ না?" [সূরা ইউনুস:৩১]

আরো কথা হলো: হ্যাঁ, আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর নবী-রসূলগণ ও অলিদেরকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। তাঁরা আল্লাহ তা'য়ালার সবচেয়ে নিকটের বান্দা। কিন্তু তিনি তাদেরকে আহ্বান করতে এবং তাদের নিকট কিছু চাইতে নিষেধ করেছেন।

**সংশয়:** তারা বলে আমরা তো তাদের এবাদত করি না। বরং আল্লাহ তা'য়ালার নৈকট্য লাভের আশায় তাদের মাধ্যম ধরি। যেমন আদালতে বিচারক সাহেবের নিকট পৌঁছতে হলে উকিল ধরতে হয়।

**উত্তর:**

ইহাই তো মক্কার কাফেরদের শিরক ছিল। আর মানুষের সাথে আল্লাহকে উদাহরণ দেওয়াও এক প্রকার বড় শিরক।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

d c b a ` _ ^ ] \ [ [

الزمر Z y f e

“যারা আল্লাহ ব্যতীত অপরকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছিল তারা বলে: আমরা তাদের এবাদত এ জন্যেই করি, যেন তারা আমাদেরকে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটবর্তী করে দেয়।” [সূরা জুমার:৩]

**সংশয়:** তারা বলে, অলিদের জন্য তো আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সুপারিশ হবে। তাহলে তাদের সুপারিশের জন্য তাদের আহ্বান করা জায়েজ।

**উত্তর:**

হ্যাঁ, সাহায্য করতে পারে যে মালিক। অথবা মালিকানাতে শরিক কিংবা যে মালিকের কোন প্রকার সাহায্যকারী। আর এ ৩টিকেই আল্লাহ তা'য়ালা অস্বীকার করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

] قُلِ ٱدۡعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمۡلِكُونَ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِي ٱلۡأَرۡضِ وَمَا لَهُمۡ فِيهِمَا مِن شِرۡكٖ وَمَا لَهُۥ مِنۡهُم مِّن ظَهِيرٖ ﴿٢٢﴾ سبأ

"বলুন, তোমরা তাদেরকে ডাক, যাদেরকে আল্লাহ ব্যতীত উপাস্য মনে করতে। তারা নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের অণু পরিমাণ কোন কিছুর মালিক নয়, এতে তাদের কোন অংশও নেই এবং তাদের কেউ আল্লাহ তা'য়ালার সাহায্যকারীও নয়।" [সূরা সাবা:২২]

যখন এ ৩টি কারো জন্য সম্ভব না তখন বাকি থাকল সুপারিশ। আর নবী-রসূলগণ এবং শহীদ ও মুমিনরা আল্লাহ তা'য়ালার কাছে সুপারিশ করতে পারবে। কিন্তু সুপারিশ তাদের হাতে নয়। যাকে ইচ্ছা সুপারিশ করবেন আর যাকে ইচ্ছা করবেন না এমনটা নয়। বরং আল্লাহ তা'য়ালার নিকট সুপারিশ ২টি শর্ত ছাড়া কেউ করতে পারবে না।

**প্রথম শর্ত:** সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে অনুমতি প্রদান।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

سبأ Z : ( ' & % $ # " ! [

১. "যার জন্যে অনুমতি দেয়া হয়, তার জন্যে ব্যতীত আল্লাহ তা'য়ালার কাছে কারও সুপারিশ পলপ্রসূ হবে না।" [সূরা সাবা: ২৩]

] مَن ذَا ٱلَّذِى يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ ﴿٢٥٥﴾ Z البقرة

২. "আল্লাহ তা'য়ালার অনুমতি ছাড়া কে তার নিকট সুপারিশ করবে?" [ সূরা বাকারা: ২৫৫]

النبأ Z V S RQPO N M[

৩. "(সে দিন) রহমানের অনুমতি ছাড়া কেউ কথা বলতে পারবে না।" [সূরা নাবা:৩৮]

**দ্বিতীয় শর্ত:** সুপারিশকারী ও যার জন্যে সুপারিশ করা হবে উভয়ের উপর আল্লাহ তা'য়ালার সন্তুষ্টি থাকা।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণী:

الأنبياء Z R M L K J I [

১. "তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট।" [সূরা আম্বিয়াঃ ২৮]

] وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغۡنِي شَفَٰعَتُهُمۡ à إِلَّا â بَعۡدِ أَن يَأۡذَنَ ٱللَّهُ ç è é ê Z النجم

২. "আকাশে অনেক ফেরেশতা রয়েছে। তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসূ হয় না যতক্ষণ আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা ও যাকে পছন্দ করেন, অনুমতি না দেন।"
[সূরা নাজ্‌ম:২৬ ]

] يَوۡمَئِذٖ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ إِلَّا مَنۡ © لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ وَرَضِيَ لَهُۥ قَوۡلٗا ١٠٩ Z طه

৩. "দয়াময় আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যার ব্যাপারে সন্তুষ্টি হবেন সে ছাড়া কারও সুপারিশ সেদিন কোন উপকারে আসবে না।" [সূরা ত্বহাঃ ১০৯]

**সংশয়ঃ** তারা আরো বলে, আগের যুগে ও এখন অনেক মুসলমানরা কবরের উপর মসজিদ, গম্বুজ ও মাজার বানিয়ে সেখানে দোয়া করে আসছে। এতো বেশি সংখ্যক মানুষ সকলেই কী বাতিল?

**উত্তরঃ**

এ সকল মাজার ও কবরের অধিকাংশই মিথ্যা ও উদ্দেশ্য প্রণীত। এগুলোর যে সকল অলিদের নামে সম্বোধন করা হয় তা সঠিক নয়। আর কবরের উপর ঘর বানানো এবং সেখানে দোয়া করা এক জঘন্য বিদ'আত।

নবী [ﷺ]-এর বাণীঃ

**« لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا ».** رواه البخاري.

"ইহুদি ও খ্রীষ্টানদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ। তারা তাদের নবীগণের কবগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল। তিনি [ﷺ] তাদের কৃতকর্মের জন্য সাবধান করেছেন।" [বুখারী]

**সংশয়ঃ** নবী [ﷺ]-এর কবর মসজিদের ভিতরে যার কেউ প্রতিবাদ করছে না। যদি হারাম হত তবে সেখানে দাফন করা হত না। আরো বলে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কবরের উপরে গম্বুজ রয়েছে কেন?

**উত্তরঃ**

নবী [ﷺ] যেখানে মৃত্যুবরণ করেছেন সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়েছে; কারণ নবীগণ যেখানে মারা যান সেখানেই তাঁদের সমাধি করতে হয়। রসূলুল্লাহ [ﷺ]কে মসজিদের পূর্ব পার্শ্ব সংলগ্ন মা আয়েশা (রা:)-এর হুজরা শরীফায় সমাধি করা হয়, মসজিদের ভিতরে নয়। যাতে করে তাঁর করকে মসজিদ বানাতে না পারে। যেমনটি আয়েশা (রা:) থেকে বর্ণিত হয়েছে নবী [ﷺ] বলেছেনঃ

**« لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ». قَالَتْ عَائِشَةُ: لَوْلَا ذَلِكَ لَأُبْرِزَ قَبْرُهُ خَشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا.** رواه البخاري.

"ইহুদিদের প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার অভিশাপ। তারা তাদের নবীদের কবরগুলোকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছিল।" আয়েশা (রা:) বলেনঃ নবী [ﷺ]-এর কবরকে মসজিদ বানানোর ভয় না থাকলে খালি স্থানে তাঁর কবর দেওয়া হত। [ বুখারী ]

পরবর্তীতে সাহাবা কেরাম কবরের পার্শ্ব ছাড়া অন্যান্য পার্শ্বে মসজিদ বাড়ান। এরপর ৮৮ হিজরিতে অর্থাৎ নবী [ﷺ]-এর মৃত্যুর ৭৭ বছর পর যখন মদিনার অধিকাংশ সাহাবাগণ মারা যান তখন বাদশাহ ওয়ালীদ ইবনে অব্দুল মালিক মসজিদ বাড়ানোর জন্যে নির্দেশ করেন। এ সময় চতুষ্পার্শ্ব থেকে বড় করার ফলে নবী [ﷺ]-এর স্ত্রীগণের সকল হুজরা মসজিদে পরিণত হয়। এ সময় আয়েশা (রা:)-এর হুজরা শরীফা যেখানে রসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর কবর মসজিদের ভিতরে পড়ে যায়। [ আররাদ্দু আলাল আখনাঈ পৃ: ১৮৪ মাজমূ' ফাতায়া ২৭/৩২৩ তারীখে ইবনে কাসির ৯/৭৪ দ্র: ]

আর কবরের উপর গম্বুজ না রসূলুল্লাহ [ﷺ] আর না সাহাবাগণ না তাবেঈ বা তাবে' তাবে'য়ী আর না কোন আলেমে দ্বীন ইহা বানিয়েছেন। বরং অনেক পরে ৬৭৮ হি: সালে মিশরের বাদশাহ **কালাউন সালেহী** যে বাদশাহ মানসূর নামে পরিচিত ছিল তিনি বানান। [তাহজীরুল মাসাজিদ-আলবানী পৃ:৯৩ স্বিরা'আ বাইনাল হাক্ব ওয়াল বাতিল-সা'আদ সাদিক

পৃ:১০৬ তাতহীরুল ই‘তিকাদ পৃ:৪৩ দ্র:] বাদশাহ আব্দুল মালিক ইবনে আব্দুল রহমান আলে সা‘উদের সময় গম্বুজ ভেঙ্গে ফেলার ইচ্ছা করেন কিন্তু গম্বুজ দূর করার চাইতেও বড় ফেতনার ভয়ে তা করেননি। [বাহাছ হাওলাল কুব্বাহ আলমাবনিয়্যাহ---শাইখ মুকবিল ওয়াদে‘য়ী পৃ:২৭৫]

**সংশয়:** তারা বলে, অমুক অলির কবরের পাশে দোয়া কারাতে আমি অমুক জিনিস পেয়েছি।

**উত্তর:**

(ক) হতে পারে দোয়াকারীর কাকুতি-মিনুতি ও সত্যতার জন্য আল্লাহ কবুল করেছেন। কবরের পার্শ্বে করার জন্য নয়।

(খ) হতে পারে শুধুমাত্র আল্লাহ তা‘য়ালার রহমতে তাকে দান করেছেন। কবরের পার্শ্বে করার জন্য নয়।

(গ) হতে পারে এমনটা আল্লাহ তা‘য়ালার পূর্বের ফয়সালায় ছিল, তার দোয়ার জন্য নয়।

(ঘ) হতে পারে দোয়া কবুলের সময় করেছে তাই কবুল হয়েছে। যেমন: শেষ রাত্রি----ইত্যাদি সময় যারা দোয়া করে তাদের দোয়া বেশি কবুল হয়।

(ঙ) কবরের পাশে দোয়া করার ফলে কবুল হয়েছে তা নিশ্চীত করে বলা কঠিন। হতে পারে অন্য সময় বা স্থানে কিংবা বাবা-মার দোয়াতে কবুল হয়েছে।

(চ) হতে পারে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে পরীক্ষা ও ফেতনা। যেমন হয়েছিল দাউদ [عليه السلام]-এর জাতির শনিবারে মাছ ধরার ব্যাপারে। কিংবা হজ্ব বা উমরার মুহরিম ব্যক্তির স্থলচর পশু শিকার করা নিষিদ্ধ হওয়ার বিষয়টা যেমন।

**সংশয়ঃ** তাবিজ পরে উপকার হয়, শিরক হলে কি উপকার হত?

**উত্তরঃ**

উপকার হলেই যে জায়েজ হবে তা নয়; কারণ জিন তাড়ানোর সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি শিরক করা। তাই কি শিরক করা বৈধ হবে। আর তা দ্বারাই যে কাজ হয়েছে কিভাবে একিন হলো ?!

**সংশয়ঃ** অমুক ব্যক্তি হারানো জিনিসের কথা বলে দিতে পারে। আর এটা বাস্তবে আমরা পেয়েছি বা দেখেছি।

**উত্তরঃ**

এগুলো তারা নিজেরা মানুষ চোর বা জিন চোর দ্বারা করিয়ে থাকে অথবা জিনদের মাধ্যমে খবর জেনে খবর দেয়। আর ইহা একজন শয়তান মানুষ দ্বারাও সম্ভব। বরং বাতিল আকিদার লোকেরাই এসব কাজ করে থাকে।

## এযুগের শিরক সেযুগের শিরক চাইতে বেশি জঘন্য

সে যুগের মুশরিকদের শিরকের চাইতে বর্তমানের এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমানদের শিরক বেশি জঘন্য; কারণঃ

১. সে যুগের মুশরিকরা শুধুমাত্র তাওহীদুল উলূহিয়াতে তথা এবাদতে শিরক করত। আর বর্তমানের এক শ্রেণীর নামধারী মুসলমান ৩ প্রকার তাওহীদেঃ তাওহীদে উলূহিয়া ও রবূবিয়া এবং আসমা ওয়াসসিফাতে শিরক করে।
২. সে যুগের মুশরিকরা শুধুমাত্র সুখে থাকা অবস্থায় শিরক করত এবং বিপদে পড়লে একমাত্র আল্লাহকেই ডাকত। কিন্তু বর্তমানে কিছু মুসলমান সুখে-দুঃখে সর্বাবস্থায় শিরক করে।
৩. সে যুগের মুশরিকরা কোন নেক ব্যক্তিকে অসিলা করে শিরক করত। কিন্তু বর্তমানে কিছু মুসলমান ল্যাংটা, জটওয়ালা এবং ভণ্ডদের অসিলা করে শিরক করে।

## শিরক করার কিছু কারণ

কিছু কারণ আছে দ্বীনি আর কিছু আছে মানসিক এবং কিছু হলো সামাজিক। আবার কিছু হচ্ছে অর্থনৈতিক এবং কিছু রাজনৈতিক। যেমন:

১. দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকা।
২. দ্বীন সম্পর্কে গাফেল তথা অবহেলা প্রদর্শন।
৩. বাপ-দাদা ও ভ্রষ্ট আলেমদের অন্ধপূজা ও দোহাই দেওয়া।
৪. ধর্মের আলখেল্লা পরা ভ্রষ্ট নামধারী এক শ্রেণী ধর্ম ব্যবসায়ী আলেমদের ধোঁকা।
৫. বিভিন্ন বাতিল দল, ফের্কা ও আকিদা।
৬. জাল ও দুর্বল হাদীসের ছড়াছড়ি ও বহুল প্রচার।
৭. নেক-বুজুর্গ ব্যক্তিদের নিয়ে অতিরঞ্জণ বাড়াবাড়ি।
৮. মাজারের নাম দিয়ে মজার তথা অর্থনৈতিক ফায়দা হাসিলের ব্যবসা।

৯. কবর পাকাকরণ ও মাজার এবং ওরসের ব্যবসা।
১০. দ্বীন এবং মুসলিম জাতিকে ধ্বংসের বিজাতীয় ষড়যন্ত্রের বিভিন্ন প্রোগ্রাম।
১১. জিন ও মানব শয়তানের প্ররোচনা।
১২. শিরকের পোষ্ট অফিস বিভিন্ন প্রকার বিদাত।

**¿ শিরক প্রচার ও প্রসারের কারণঃ**

১. শিরকি কর্মসূচী দেশী-বিদেশী মিডিয়ায় ব্যাপক হারে প্রচার।
২. কবর পূজারী ও মাজার ভক্তদের প্রবলভাবে প্রচার-প্রসার।
৩. শিরকি বই-পুস্তকের বহুল প্রচার।
৪. বিনা পূঁজি, ট্যাক্স ও লোকসান ছাড়া ধর্মের নামে ব্যবসা।
৫. সরকার বাহাদুরের সাহায্য-সহযোগিতা।
৬. রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল।

# শিরক হতে বাঁচার ও মুক্তির উপায়

**প্রথমত: শিরকের দরজা ও পথ বন্ধকরণ:**

শিরক থেকে বাঁচার জন্য ইসলাম শিরক হতে পারে এমন সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। যেমন:

১. সূর্য উঠা ও ডুবা এবং দ্বিপ্রহর এ তিন সময়ে সালাত আদায় করা মাকরুহ।

২. কবরকে মসজিদ বানানো হারাম।

৩. কবরস্থানে ও কবর সামনে করে সালাত আদায় করা হারাম।

৪. কবরকে পাকা করা, উপরে ঘর বানানো, উঁচুকরণ ইত্যাদি সকল কাজ হারাম।

৫. যে স্থানে গাইরুল্লাহর নামে জবাই করা হয় সেখানে আল্লাহ তা'য়ালার নামে জবাই করা হারাম।

৬. যে স্থানে জাহেলিয়াতের মেলা-পূজা হত সেখানে নজর পুরা করা হারাম।

৭. শরিয়ত কর্তৃক যে সকল জিনিসে বা স্থানে কিংবা সময়ে বরকত সুসাব্যস্ত না তা দ্বারা বরকত হাসিল করা শিরক।
৮. নবী-রসূল ও অলিদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হারাম।
৯. তাবিজ-কবজ ঝুলানো হারাম।
১০. “মা শাআল্লাহু ওয়ামা শাআ ফুলান” (আল্লাহ ও অমুকের ইচ্ছায় হয়েছে) বলা নিষেধ।

**দ্বিতীয়তঃ বাঁচার চেষ্টা-তদবীরঃ**

মূলত শিরক উৎখাত করতে তিন ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে।

**(ক) ইলমী তথা জ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতিঃ**

বাতিলদের সকল সংশয় ও দুর্বল দলিলের সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিতভাবে খণ্ডন করতে হবে।

**(খ) দা‘ওয়াতী পদ্ধতিঃ**

দা‘ওয়াতের দ্বারা সমাজের লোককে তাওহীদের জ্ঞান দান ও প্রচার-প্রসার করতে হবে। আর কুরআন ও সহীহ হাদীসের পাঠের সুব্যবস্থা করতে হবে।

**(গ) শক্তি প্রয়োগের পদ্ধতি:**

যাদের নিজেদের বা সরকার বাহাদুরের শক্তি আছে তাদের শক্তি ব্যবহার করে শিরকের আখড়া নির্মূল করতে হবে।

১. শিরক সম্পর্কে বিস্তারিত সঠিক জ্ঞানার্জন করা। এ জন্যে করণীয় হচ্ছে:

(ক) শিরক বিষয়ে বই পড়া ও অডিও ক্যাসেট ও সিডি শুনা বা ভিডিও সিডি ও মিডিয়া দেখা।

(খ) শিরকের উপর আলোচনা শুনা ও প্রশ্ন করা।

২. আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করলে “লাা ইলাাহা ইল্লাল্লাহ” বলা।

৩. দুনিয়া ও আখেরাতে শিরকের পরিণাম ও কি কি ক্ষতি জানা ও তা হতে ভয় করা।

৪. শিরকের বিপরীত তাওহীদের প্রকার ও তার সুফল সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া।

৫. শিরকের আখড়া ও যারা শিরক করে তাদেরকে চিহ্নিত করা ও সেসব হতে দূরে থাকা।

৬. যে সকল বই-পত্র শিরকি আকিদা, এবাদত, কেচ্ছা-কাহিনী ও কথা-বার্তা দ্বারা ভরপুর সেগুলো নির্দিষ্ট করা এবং তা থেকে হুশিয়ার থাকা।
৭. শিরকের বিরুদ্ধে একাকী ও যৌথভাবে দাওয়াত ও তাবলীগ করা।
৮. বেশি বেশি করে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করা।

**« اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَّأَنَا أَعْلَمُ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ».** رواه أحمد وغيره.

"আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লাম, ওয়া আস্তাগফিরুকা লিমা লাা আ'লাম" "হে আল্লাহ জেনে-বুঝে আপনার সাথে শির্ক করা থেকে আমি আপনার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং যা জানি না তার জন্যও ক্ষমা প্রার্থনা করছি।" [হাদীসটি সহীহ, সহীহুল জামে' হাঃ নং ৩৭৩১]

# রিয়া থেকে বাঁচার জন্য

১. এ কথা ভাল করে জানা যে, মানুষ আল্লাহ তা'য়ালার একজন গোলাম মাত্র। আর গোলাম তার মালিকের খেদমতের বিনিময়ে কোন কিছুর আশা করবে না। আর যদি বিনিময়ে কিছু মিলে তা হবে মালিকের পক্ষ থেকে তার প্রতি কৃপা ও এহসান।

২. বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার যে এহসান ও কৃপা রয়েছে তার প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখা; কারণ এবাদত করতে সক্ষম হওয়াও একমাত্র আল্লাহ তা'য়ালার এহসান ও দয়া।

৩. মুহাসাবা তথা নিজের আমলের দোষ-ত্রুটি ও অবহেলাকে পর্যবেক্ষণ করা। আর এর মাঝে নফ্স-প্রবৃত্তি ও শয়তানের অংশ কতটুকু তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

৪. আল্লাহ তা'য়ালা রিয়াকে ঘৃণা করেন সে ব্যাপারে প্রচণ্ড ভয় করা।

৫. মানুষের চক্ষু আড়ালের এবাতদগুলো বেশি বেশি করা এবং তা গোপন রাখার চেষ্টা করা। যেমনঃ রাত্রির সালাত, অপ্রকাশ্য দান-খয়রাত ও আল্লাহ তা'য়ালার ভয়ে কাঁদা ইত্যাদি।
৬. মৃত্যু ও তার যন্ত্রণা এবং কবর ও আখেরাতের ভয়-ভীতি ও আতঙ্কের কথা বেশি বেশি স্মরণ করা।
৭. রিয়া (মানুষ দেখানো) ও সুম'আ (মানুষ শুনানো)কে জানা ও তার প্রবেশ দার বন্ধ করার জন্য আল্লাহ তা'য়ালার নিকট বেশি বেশি দোয়া করা ও আপ্রাণ চেষ্টা করা।
৮. দুনিয়া ও আখেরাতে রিয়ার ক্ষতিকর পরিণামের ব্যাপারে সজাগ থাকা।
৯. রিয়া কি এবং কিভাবে হয় সে ব্যাপারে জ্ঞানার্জন করা।
১০. এহসানের সাথে আমল করা। অর্থাৎ–মুশাহাদা (যেন সে আল্লাহকে দেখছে)। এমনটি না হলে মুরাকাবা (আল্লাহ অবশ্যই তাকে দেখছেন)।

# উপসংহার

## দা'য়ী হুদহুদের দা'ওয়াত এবং তাওহীদ প্রতিষ্ঠা ও শিরক মুক্ত সমাজঃ

] وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ´ µ ¶ ¸

ٱلْغَآئِبِينَ ﴿٢٠﴾ لَأُعَذِّبَنَّهُۥ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَاْذْبَحَنَّهُۥٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي

بِسُلْطَٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢١﴾ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ

بِهِۦ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِۭ بِنَبَإٖ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ ! " # $

. - , + * ) ( ' & %

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

E D C B A @ ? > = < ; :

R Q P O N M L K J I H G F

النمل Z W V U T S

"এবং তিনি (সুলায়মান) পাখীদের খোঁজ-খবর নিলেন, অত:পর বললেন: কি হল, হুদহুদকে দেখছি

না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত? আমি অবশ্যই হুদহুদকে কঠোর শাস্তি দেব কিংবা হত্যা করব অথবা সে উপস্থি করবে উপযুক্ত কারণ। অল্প কিছুক্ষণ পরেই হুদহুদ এসে বলল: আপনি যা অবগত নন, আমি তা অবগত হয়েছি। আমি আপনার কাছে ‘সাবা’ থেকে নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আগমন করেছি। আমি এক নারীকে সাবাবাসীদের উপর রাজত্ব করতে দেখেছি। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে এবং তার একটা বিরাট সিংহাসন আছে। আমি তাকে ও তার জাতিকে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অত:পর তাদের সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব, তারা সৎপথ পায় না। তারা আল্লাহকে সেজদা করে না কেন, যিনি আসমান ও জমিনের গোপন বস্তু প্রকাশ করেন এবং জানেন যা তোমরা গোপন কর ও যা প্রকাশ কর। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনি মহা-আরশের মালিক।” [সূরা নামাল:২০-২৬]

এরপর সুলায়মান [ﷺ] হুদহুদের খবরের সত্যতা পরীক্ষার করার জন্য তাকে একটি পত্র দ্বারা সাবার রাণী বিলকীসের নিকট প্রেরণ করেন।

[ v w x y z { | } ~ أَلَّا تَعْلُوا۟ عَلَىَّ
وَأْتُونِى مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾ Z النمل

"এ পত্র সুলায়মানের পক্ষ থেকে এবং তা এই: পরম করুণাময়, পরম দয়ালু আল্লাহ তা'য়ালার নামে শুরু, আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বীকার করে আমার কাছে উপস্থিত হও।" [সূরা নামল:৩০-৩১]

পত্র পেয়ে বিলকীস তার মন্ত্রী পরিষদের সাথে পরামর্শ করে শেষ পর্যন্ত সুলায়মান [ﷺ]-এর নিকট মূল্যবান উপঢৌকন পাঠাল। কিন্তু সুলায়মান [ﷺ] তা গ্রহণ না করে যুদ্ধের হুমকি দিলেন। এদিকে বিলকীস নিরুপায় হয়ে ইয়ামেনের সাবা শহর হতে রওয়ানা দিল। অপর দিকে সুলায়মান [ﷺ] বিলকীসের সিংহাসন এনে তার আকার-আকৃতি বদলিয়ে দিলেন।

] ¶ ¸ قِيلَ أَهَٰكَذَا عَرْشُكِۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعْبُدُ مِن دُونِ ٱللَّهِۖ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَٰفِرِينَ ﴿٤٣﴾ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِى ٱلصَّرْحَۖ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ à سَاقَيْهَاۚ قَالَ إِنَّهُۥ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ ç è ê ë إِنِّى ظَلَمْتُ î ï مَعَ سُلَيْمَٰنَ لِلَّهِ رَبِّ ô ﴿٤٤﴾ Z النمل

"অত:পর যখন বিলকীস এসে গেল, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসন কি এরূপই? সে বলল, মনে হয় এটা সেটাই। আমরা পূর্বেই সমস্ত অবগত হয়েছি এবং আমরা মুসলমান হয়ে গেছি। আল্লাহ তা'য়ালার পরিবর্তে সে যার এবাতদ করত, সেই তাকে ঈমান থেকে বিরত রেখেছিল। নিশ্চয় সে কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাকে বলা হলো এই প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করল সে ধারণা করল যে, এটা স্বচ্ছ গভীর জলাশয়। সে তার পায়ের গোছা খুলে ফেলল। সুলায়মান বলল, এটা তো স্বচ্ছ স্ফটিক নির্মিত প্রাসাদ। বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি তো নিজের উপর জুলুম

করেছি। আমি সুলায়মানের সাথে বিশ্ব-জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।” [সূরা নামাল:৪২-৪৪]

**u দা'য়ী হুদহুদের কাছ থেকে শিক্ষণীয়:**

১. হুদহুদ পাখী তাওহীদ ও শিরকের জ্ঞান রাখত। আমরা মুসলিম হয়ে তা রাখি কী?
২. শিরক করা দেখে তার নিকট আশ্চর্য লেগে ছিল। আমাদের শিরক থেকে মনে দু:খ হয় কী?
৩. তার দ্বারা একটি জাতি শিরক ও কুফরি ছেড়ে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। আমাদের দ্বারা কেউ তা করেছে কী?
৪. আমরা কী দাঈ হুদহুদের মত হতে পারব না? নিশ্চয় হওয়া জরুরি তাই না কী?
৫. তাওহিদী সমাজ গড়ার জন্য আমাদের করণীয় কী? তাওহীদ জানা ও তা প্রচার-প্রসার করা।

**পরীক্ষা:**

(১) একজন সৌদিতে চাকুরী করত। কাজের ফাকে ইসলামিক সেন্টারে গিয়ে তাওহীদ ও শিরক কী

শিখত। দেশে বাচ্চা অসুস্থ হলে স্ত্রী শাহ্ জালালের মাজারে একটি খাসি মানত মানে।

লোকটি ছুটিতে বাড়িতে গেলে মানত পুরা করতে অস্বীকার করে, তাই স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া লাগে। পরিশেষে রাগ করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় স্ত্রীর ভাইয়েরা এসে মারধর করতে করতে এক পর্যায় লোকটি মারা যায়।

**প্রশ্ন:** কোনটি বড় পাপ মাজারে মানত মানা না হত্যা করা **????????**!!!!!!!!!!!!।

**উত্তর:**------------------------------------------
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------

(২) একদা ওস্তাদ ছাত্রদেরকে লক্ষ্য করে বললেন: ঐ গ্রামের একজন মানুষ আজমীরে গিয়ে মাজারের তওয়াফ করে এসেছে। ছাত্ররা বলল আল্লাহ তাকে হেদায়েত দান করুন।

ওস্তাদ পরের দিন বললেন: ঐ লোকটি বাড়িতে এসে তার প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে জেনা করেছে। এ

শুনে ছাত্ররা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। এমনকি পারলে তখনই ঐ লোকটিকে হত্যা করে ফেলবে।

**প্রশ্ন:** লোকটির মাজারের তওয়াফ করা বেশি বড় পাপ না কী প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে জেনা করা ???????!!!!!!!।

**উত্তর:**------------------------------------------
---------------------------------------------
---------------------------------------------

**সমাপ্ত**